POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 2
গ্রাহক চাঁদা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 35
সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 31 শে আগস্ট, 2017 31 যহুর, 1396 হিজরী শামসী ৮ যিল হাজ্জ1438 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

ডেপুটি আব্দুল্লাহ্ আথম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীটি অত্যন্ত সুস্পষ্টতার সহিত পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

এইরূপ হৃদয়ের উপর খোদার অভিসম্পাত যাহারা এইরূপ সুস্পষ্ট নিদর্শনের উপর আপত্তি উঠানো হইতে বিরত হয় না।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

২৩ তম নিদর্শন: ডেপুটি আব্দুল্লাহ্ আথম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী, যাহা অত্যন্ত সুস্পষ্টতার সহিত পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহা মূলতঃ দুইটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। প্রথমটি হইল এই যে, সে পনের মাসের মধ্যে মরিয়া যাইবে। দ্বিতীয়তটি হইল এই যে, যদি সে নিজের কথা হইতে বিরত হইয়া যায় যাহা সে ছাপিয়া প্রকাশ করিয়াছে যে, নাউযুবিল্লাহ্, আঁ হযরত (সা.) দাজ্জাল ছিলেন, তবে পনের মাসের মধ্যে মরিবে না। * আমি পূর্বেই লিখিয়াছি, মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী এই ভিত্তিতে ছিল যে, আথম 'আন্দুরনা বাইবেল' নামে নিজের একটি পুস্তকে আমাদের নবী (সা.)-কে দাজ্জাল বলিয়াছিল। ইহা সত্য যে, ভবিষ্যদ্বাণীতে আথমের মৃতুর জন্য পনের মাসের মেয়াদ ছিল। কিন্তু সাথে সাথে এই শর্ত ছিল, যাহার কথাগুলি ছিল, " যদি সে সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন না করে।" কিন্তু আথম ঐ মজলিসেই প্রত্যাবর্তন করিল এবং অন্তরে বিনয়ের সহিত জিহ্বা বাহির করিয়া এবং দুই হাতে কান ধরিয়া দাজ্জাল বলার দরুন অনুতাপ করিল। এই ঘটনার সাক্ষী না একজন, না দুইজন ছিল বরং ষাট সত্তর জন লোক ইহার সাক্ষী ছিল। ইহাদের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক ছিল খৃষ্টান এবং প্রায় অর্ধেক ছিল মুসলমান। আমি মনে করি তাহাদের মধ্য হইত এখনও পঞ্চাশজন জীবিত আছেন, যাহাদের সম্মুখে আথম দাজ্জাল বলা হইতে বিরত হইল এবং মৃত্যুর সময় পর্যন্ত এইরূপ শব্দ মুখে আনে নাই। এখন ভাবা উচিত, আথম ষাট সত্তর জন মানুসের সম্মুকে সুস্পষ্টভাবে প্রত্যাবর্তন করা সত্বেও সে প্রত্যাবর্তন করে নাই- এইরূপ বলা কীরূপ বজ্জাতী, বদমায়েশী এবং বেঈমানীর কাজ। খোদা তা'লার শাস্তির সকল কারণে ভিত্তি তো ছিল দাজ্জাল শব্দটি এবং ভবিষ্যদ্বাণী ছিল ইহারই ভিত্তিতেই। এই শব্দ হইতে বিরত হওয়াই শর্ত ছিল। ভবিষ্যদ্বাণীতে মুসলমান হওয়ার কোন উল্লেখ ছিল না। অতএব যখন সে নেহায়েত বিনয়ের সহিত প্রত্যাবর্তন করিল তখন খোদা দয়ার সহিত বিরত হইলেন। খোদার ইলহামের এই উদ্দেশ্য ছিল না যে, আথম ইসলাম গ্রহণ না করিলে ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইবে না। কেননা, ইসলামকে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে সকল খৃষ্টান অংশীদার। খোদা ইসলামের জন্য কাহারো উপর জবরদস্তি করেন না। এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক যে, অমুক ব্যক্তি যদি ইসলাম গ্রহণ না করে তবে সে অমুক মেয়াদকালে মরিয়া যাইবে। পৃথিবী এইরূপ লোক দ্বারা পরিপূর্ণ যাহারা ইসলামের অস্বীকারকারী। আমি বার বার লিখিয়াছি, কেবল ইসলামকে অস্বীকারের জন্য পৃথিবীতে কাহারো উপর শাস্তি আসিতে পারে না। বরং এই পাপের জন্য কেয়ামতের দিন কৈফিয়ত তলব করা হইবে। তাহা হইলে ইহাতে আথমের কোন্ বৈশিষ্ট্য ছিল যে, ইসলামকে অস্বীকার করার দরুন তাহার মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করা হইল এবং অন্যদের জন্য করা হইলা না? বরং ভবিষ্যদ্বাণীর কারণ কেবল ইহাই ছিল যে, সে আঁ হযরত (সা.)-এর পবিত্র মর্যাদা সম্পর্কে 'দাজ্জাল' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছিল। সে ষাট সত্তর জন লোকের সম্মুখে যে শব্দ হইতে বিরত হইল এবং এই মজলিসে অনেক সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, অতঃপর যখন সে এই কথা হইতে বিরত হইয়া গেল, বরং ইহার পর কাঁদিতে লাগিল, তখন সে খোদাতা'লার দরবারে দয়ার যোগ্য হইয়া গেল। কিন্তু দয়া কেবল এতটুকু ইহল যে, তাহার মৃত্যু কয়েক মাসের জন্য বিলম্বিত হইল। কিন্তু সে আমার জীবদ্দশাতেই মরিয়া গেল। ঐ বিতর্ক একটি মোবাহালার (দোয়ার যুদ্ধ) আকারে ছিল। ইহার প্রেক্ষিতেই সে মরিয়া গিয়া মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হইল। তাহা হইলে কি আজ পর্যন্ত ঐ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নাই? নিঃসন্দেহে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে পূর্ণ হইয়াছে। এইরূপ হৃদয়ের উপর খোদার অভিসম্পাত যাহারা এইরূপ সুস্পষ্ট নিদর্শনের উপর আপত্তি উঠানো হইতে বিরত হয় না। যদি তাহারা চায় তবে আমি আথমের বিরত হওয়া সম্পর্কে প্রায় চল্লিশ জন লোককে সাক্ষীরূপে পেশ করিতে পারি এবং এই কারণেই সে কসমও খায় নাই। অথচ সকল খৃষ্টান কসম খাইয়া আসিতেছে এবং হযরত মসীহ স্বয়ং কসম খাইয়াছেন। এই বিতর্ককে দীর্ঘ করার প্রয়োজন নাই। আথম এখন জীবিত নাই। এগারো বৎসরের অধিক সময় গত হইয়াছে সে মরিয়া গিয়াছে।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২২১-২২৩)

টীকা: *এই বিষয়টি হাজার হাজার মানুষ জানে যে, যখন আথমকে ইলহামের শর্ত অনুযায়ী অবকাশ দেওয়া হইল তখন সে এই অবকাশের জন্য কোন কৃতজ্ঞাতা প্রকাশ করিল না। বরং বিপদাপদ টলিয়া গিয়াছে মনে করিয়া সে সত্য গোপন করিল এবং বলিল, আমি ভয় পাই নাই। সে কসম খাইতেও অস্বীকার করিল। অথচ খৃষ্ট ধর্মের সকল সম্মানিত ব্যক্তি কসম খাইয়া আসিতেছে। ইঞ্জিল হইতে প্রমাণিত হয় হযরত মসীহ নিজেই কসম খাইয়াছেন। পল কসম খাইয়াছেন। পিটার কসম খাইয়াছেন। যাহা হউক তাহার এই সত্য গোপনের পর খোদা আমার নিকট প্রকাশ করেন যে, এখন সে শীঘ্রই মারা যাইবে। তখন আমি ইহা সম্পর্কে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলাম। অতএব ইহা আশ্চর্য্যের ব্যাপার যে, এই বিজ্ঞাপনের তারিখ হইতে, যাহা আমি এই দ্বিতীয় ইলহামের প্রেক্ষিতে তাহার মৃত্যু সম্পর্কে ছাপিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম, সে পনের মাসের মধ্যে মরিয়া গেল। অতএব যখন সে সত্যের পথ ছাড়িয়া দিল এবং সত্য গোপন করিল তখন খোদা আথমের জন্য ঐ পনের মাসই কায়েম রাখিলেন। এই ঘটনায় সকল বিরুদ্ধবাদীর গৃহে মাতম ও আহাজারী পড়িয়া গেল।*

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করাই ধর্মের শিক্ষা

মাহমুদ আহমদ সুমন
ওয়াকেফে জিন্দেগী, বাংলাদেশ

মানুষ আল্লাহতায়ালার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। সমগ্র মানুষকে সামাজিকভাবে একতাবদ্ধ করার জন্যই মহান আল্লাহ যুগে যুগে অসংখ্য নবী রসুল পাঠিয়েছেন। মানব জাতি হিসেবে কারো মাঝে কোন ভেদাভেদ নেই। সকলই এক আল্লাহর সৃষ্টি এবং একই সত্তা থেকে সবার সৃষ্টি। যেভাবে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে 'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের তাকওয়া অবলম্বন কর, যিনি একই সত্তা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার সঙ্গী সৃষ্টি করেছেন আর তাদের উভয় থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন' (সুরা আন নেসা, আয়াত: ২)। এখানে কোন ধর্ম বা জাতির কথা বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে 'হে মানুষ' অর্থাৎ সমস্ত মানুষের কথা বলা হয়েছে। আবার বলা হয়েছে, তিনি একই প্রাণ থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি তা থেকেই এর জোড়া সৃষ্টি করেছেন'

(সুরা আয যুমার, আয়াত:৭)।

তাই একজন মানুষ সে যে ধর্মের অনুসারীই হোক না কেন মানুষ হিসেবে সবাই একই সম্প্রদায়ভূক্ত। তাই কাউকে অবজ্ঞা করার কোন সুযোগ নেই। যেভাবে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রয়েছে 'আর মানবজাতি একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। পরবর্তীতে তারা মতভেদ করল'

(সুরা ইউনুস, আয়াত: ২০)।

আল্লাহতাআলা ইচ্ছা করলে সবাইকে এক ধর্মেরই অনুসারী বানাতে পারতেন কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি নিজেই যেহেতু মানুষকে বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত করেছেন তাই আমাদেরকে কোন ধর্মের অনুসারীর প্রতি মন্দ আচরণ করা মোটেও ঠিক নয়। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক যদি চাইতেন অবশ্যই তিনি সব মানুষকে এক উম্মত বানিয়ে দিতেন। কিন্তু তারা সব সময় মতভেদ করতেই থাকবে'

(সুরা হূদ, আয়াত:১১৯)।

তারপর আরো অন্যান্য স্থানে যেমন উল্লেখ রয়েছে, 'আর আল্লাহ চাইলে তিনি তাদেরকে এক উম্মত বানিয়ে দিতেন, কিন্তু তিনি যাকে চান নিজ কৃপার অন্তর্ভূক্ত করেন। আর যালেমদের জন্য কোন বন্ধুও নেই এবং কোন সাহায্যকারীও নেই' (সু রা আশ শুরা, আয়াত: ৯)। 'আর আল্লাহ যদি চাইতেন তিনি অবশ্যই তোমাদের সবাইকে একই উম্মতে পরিণত করে দিতেন। কিন্তু যে পথভ্রষ্ট হতে চায় তিনি তাকে পথভ্রষ্ট হতে দেন এবং যে সঠিক পথ পেতে চায় তিনি তাকে সঠিক পথ দেখান। আর তোমরা যা-ই করতে সে সম্পর্কে তোমাদের অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে'

(সুরা আন নাহল, আয়াত: ৯৪)

'আর আল্লাহ যদি চাইতেন তোমাদের সবাইকে তিনি একই উম্মত করে দিতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তা দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করতে চান। অতএব তোমরা সৎকাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা কর' (সুরা আল মায়েদা, আয়াত: ৪৯)। 'নিশ্চয় তোমাদের এই উম্মত একই উম্মত এবং আমিই তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক। অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর' (সুরা আল আম্বিয়া, আয়াত: ৯৩)। 'আর জেনে রাখ, তোমাদের এ সম্প্রদায় একটিই সম্প্রদায়। আর আমি তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক। অতএব তোমরা কেবল আমাকেই ভয় কর' (সুরা আল মোমেনুন, আয়াত: ৫৩)। পবিত্র কোরআনে উপরোক্ত বিষয়টি বার বার কেন উল্লেখ হয়েছে? নিশ্চয় এর কোন বিশেষ কারণ রয়েছে।

মহান আল্লাহ হলেন সকল জ্ঞানের আধার। তিনি জানতেন যে, এমন এক সময় আসবে, যখন মানুষ একে অপরের ধর্ম নিয়ে মতবিরোধ করবে, সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, এক ধর্মের অনুসারী অন্য ধর্মের লোকদের তুচ্ছ জ্ঞান করবে। তাই আল্লাহ পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি চাইলে এক উম্মতভুক্তই করতেন সকলকে কিন্তু তিনি তা করেননি আমাদের পরীক্ষার জন্য। পবিত্র কোরআন আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, আমরা যেন সকল মানুষের প্রতি দয়াশীল হই। যেহেতু আমাদের সবার সৃষ্টির মূল একটাই। আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাদেরকে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠিতে বিভক্ত করেছেন। আজকে সমাজের দিকে তাকালে দেখা যায় শুধু অশান্তি আর অশান্তি। এক ধর্মের অনুসারী আরেক ধর্মের অনুসারীকে যেন সহ্যই করতে পারে না। মানবতা বলতে মনে হয় কিছুই অবশিষ্ট নেই। সবাই নিজ নিজ স্বার্থ অর্জনের জন্য ব্যস্ত। একে অপরের প্রতি নেই কোন প্রেম-ভালবাসা। আর এসব হওয়ারই কথা, কেননা আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে আগমণকারী মসীহ্কে মানুষ অস্বীকার করছে। যেহেতু প্রতিশ্রুত মসীহকে অস্বীকার করছে তাই পৃথিবীতে আজ এত অশান্তি।

আমরা কি পারি না সবাই মিলে ঐকবদ্ধ হয়ে এক খলীফার নেতৃত্বে চলতে? এক সাথে দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে? দেশকে মায়ের মত ভালোবাসতে? আমরা কি পারি না ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার এই কথাকে গ্রহণ করে নিতে? দেশের সম্পদকে নিজের সম্পদ মনে করতে? কেন পারবো না, অবশ্যই চেষ্টা করলে আমরা পারব। দেশ প্রেম যদি আমাদের মাঝে না থাকে তাহলে কোন কিছুই করা সম্ভব নয়। শান্তিময় পৃথিবীকে যদি আবার শান্তিতে পরিপূর্ণ করতে চাই তাহলে সকল ধর্মের লোকদেরকে আহমদীয়া খলীফার সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিতে হবে। ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করে সবাইকে একে অপরের সাহায্যের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তাহলেই না আমরা একই খোদার একই উম্মত বলে খোদার কাছে বিশেষ মর্যাদা লাভ করব। আমরা যদি আমাদের দোষ-ত্রুটিগুলোকে সংশোধনের চেষ্টা না করি তাহলে এমনও হতে পারে আল্লাহ আমাদেরকে ধ্বংসও করে দিতে পারেন। আর যদি আমরা সংশোধনের চেষ্টা করতে থাকি তাহলে তিনিই আমাদের সাহায্য করবেন। যেভাবে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক কোন জনপদকে অন্যায়ভাবে কখনো ধ্বংস করেন না যখন এর অধিবাসীরা সংশোধনের কাজে রত থাকে'

(সু রা হূদ, আয়াত: ১১৮)।

মহান আল্লাহতায়ালা মানুষকে সৃষ্টির পর দু'টি পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। একটি হল ভাল আর অপরটি হল মন্দ। যে ভাল কাজ করবে সে তার প্রতিদান পাবে আর যে মন্দ কাজ করবে সেও তার প্রতিদান পাবে। তিনি ইচ্ছে করলে সবাইকে মোমেন বানাতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। যেভাবে বলা হয়েছে, 'আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক যদি চাইতেন তাহলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সবাই অবশ্যই এক সাথে ঈমান নিয়ে আসতো। তুমি কি তবে বল প্রয়োগে লোকদেরকে মুমিন হতে বাধ্য করতে পার?'

(সুরা ইউনুস, আয়াত: ১০০)।

আল্লাহতায়ালা ধর্মের ব্যাপারে কারো ওপর কোন ধরণের বল প্রয়োগের অনুমতি দেন নি। এ ব্যাপারে সবার স্বাধীনতা রয়েছে। আমরা যদি পবিত্র কোরআনের শিক্ষার ওপর আমল করি তাহলে কিন্তু আমাদের সমাজে কোন ধরণের অরাজকতা থাকতে পারে না। আমরা জানি, আল্লাহতায়ালার সকল নবী-রাসুলগণই সমাজে ভ্রাতৃত্ব গঠনের জন্য দিন রাত পরিশ্রম করেছেন। যেহেতু সব নবী-রসুল একই ঐশী উৎস থেকে এসেছিলেন এবং তাদের শিক্ষাসমুহ কমবেশি একইরূপ ছিল। এছাড়া তাদের আবির্ভাবের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যও ছিল এক ও অভিন্ন-পৃথিবীতে আল্লাহর তৌ হিদ এবং মানবের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করা। দেখা যায় সকল ধর্মের একই মূলনীতি আর তা হল আল্লাহর তৌহিদের প্রচার। তাই আসুন, আমরা সবাই সবাইকে ভালবাসি এবং সকল ধর্মের অনুসারীকে ভালবাসি আর একে অপরের সুখ-দু;খের সঙ্গী হই। আমরা যদি এমনটি করি তবেই না আমরা একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ ও দেশ গড়তে পারব।

****

১২৩ তম জলসা সালানা কাদিয়ান

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মুমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কাদিয়ানের ১২৩ তম জলসা সালানার জন্য মঞ্জুরী প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল- ২৯, ৩০ এবং ৩১ শে ডিসেম্বর, ২০১৭ (যথাক্রমে শুক্র, শনি, ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ দোয়ার সাথে এই আশিসময় জলসায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি শুরু করে দিন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে আশিসমন্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। জলসার সার্বিক সফলতা এবং পুণ্যাত্মাদের জন্য এটিকে সত্য পথের দিশারী করে তোলার জন্য দোয়ারত থাকুন।

(নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া, কাদিয়ান)

জুমআর খুতবা

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজ ইউ.কে-র জলসা সালানা আরম্ভ হচ্ছে। এ দিনগুলোতে দোয়ার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিন আর যাদের সুযোগ রয়েছে তারা সদকাও দিন। আল্লাহ্ তা'লা এ জলসাকে যেন সার্বিকভাবে সফল ও কল্যাণমণ্ডিত করেন। সবাই, অর্থাৎ এখানে এসে জলসায় যোগদানকারীরাও এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী আহমদী, যারা এম.টি.এ.-এর মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম শুনছেন তারাও জলসার সার্বিক সফলতা এবং শত্রুর সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে রক্ষার করার জন্য দোয়া করুন।

গত খুতবাতে আমি জলসার অতিথিদের আতিথেয়তা করার প্রতি কর্মীবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। আজ আমি এবিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে অতিথিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কেননা অতিথিদেরও কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, যা তাদের পালন করা উচিত।

নি:সন্দেহে ইসলামে মেহমানের অনেক অধিকার রয়েছে কিন্তু ইসলাম সাম্য ও সমতার শিক্ষা সম্বলিত এমন একটি ধর্ম যা শুধু এক পক্ষকেই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সচেতন হওয়ার জন্য উপদেশ দেয় না বরং দ্বিতীয় পক্ষকেও নিজেদের দায়িত্বসমূহ পালন করার এবং যে সব অধিকার প্রদান করা আবশ্যক, সেগুলো প্রদান করার নির্দেশ দেয়। কেননা প্রেম-প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাজ গঠনে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

জলসার মূল উদ্দেশ্য হল– তাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করা, খোদার সাথে নিজের সম্পর্কের উন্নতি সাধন করা, পরস্পরের অধিকার প্রদান করা, একে অপরের জন্য কুরবানীর প্রেরণা ও মানকে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া।

মেহমানরা যখন জলসায় যোগ দেওয়ার জন্য আসেন তখন তারা শুধু মেহমানই থাকেন না যে, একজন মেহমান হিসাবে উত্তম আচরণ এবং সুখ-সাচ্ছন্দের প্রত্যাশা রাখবে বরং পরোপকার ও কুরবানীর উচ্চতম মানও অর্জন করতে হবে এবং জলসা আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য যেন সর্বদা তাদের দৃষ্টিপটে থাকে। যেভাবে আমি বলেছি, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন এবং পরস্পরের অধিকার প্রদান করতে হবে।

অ-আহমদীদের প্রতি তো আমাদের অবশ্যই যত্নবান হতে হবে এবং তাদের আতিথেয়তার ক্ষেত্রে নিজেদের সাধ্য অনুসারে সুযোগ-সুবিধা প্রদান ও সর্বাত্মকভাবে আতিথেয়তা করতে হবে।

একজন আহমদী যখন জলসাতে যোগদান করেন তখন তার নিজেকে মেহমান ও মেজবান দুটিই মনে করা উচিত। একমাত্র তখনই তার ত্যাগ ও তীতিক্ষার প্রেরণা বৃদ্ধি পাবে, এবং জলসার পরিবেশ শান্তি ও সম্প্রীতিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

জলসায় অংশগ্রহণকারী অতিথিদের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতির আলোকে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাবলী। জলসার সময় বাজার, প্রদর্শনী এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কিছু বিষয়ের উল্লেখ এবং অতিথি এবং মেজবানদেরকে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়ার প্রতি তাকিদপূর্ণ নির্দেশ।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের হাদিকাতুল মাহদী থেকে প্রদত্ত ২৮ শে জুলাই , ২০১৭, এর জুমুআর খুতবা (২৮ ওফা , ১৩৯৬ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন–আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজ ইউ.কে-র জলসা সালানা আরম্ভ হচ্ছে। এ দিনগুলোতে দোয়ার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিন আর যাদের সুযোগ রয়েছে তারা সদকাও দিন। আল্লাহ্ তা'লা এ জলসাকে যেন সার্বিকভাবে সফল ও কল্যাণমণ্ডিত করেন। সবাই, অর্থাৎ এখানে এসে জলসায় যোগদানকারীরাও এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী আহমদী, যারা এম.টি.এ.-এর মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম শুনছেন তারাও জলসার সার্বিক সফলতা এবং শত্রুর সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে রক্ষার করার জন্য দোয়া করুন।

গত খুতবাতে আমি জলসার অতিথিদের আতিথেয়তা করার প্রতি কর্মীবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। আজ আমি এবিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে অতিথিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কেননা অতিথিদেরও কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, যা তাদের পালন করা উচিত।

নি:সন্দেহে ইসলামে মেহমানের অনেক অধিকার রয়েছে কিন্তু ইসলাম সাম্য ও সমতার শিক্ষা সম্বলিত এমন একটি ধর্ম যা শুধু এক পক্ষকেই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সচেতন হওয়ার জন্য উপদেশ দেয় না বরং দ্বিতীয় পক্ষকেও নিজেদের দায়িত্বসমূহ পালন করার এবং যে সব অধিকার প্রদান করা আবশ্যক, সেগুলো প্রদান করার নির্দেশ দেয়। কেননা প্রেম-প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাজ গঠনে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অসন্তুষ্ট হয়ে এক বছর জলসার আয়োজন করেন নি। সেই সময় এর কারণও ছিল জলসায় অংশগ্রহণকারী মেহমানদের অনুচিত আচরণ। অর্থাৎ, মেহমানেরা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন না করার কারণে তিনি অসন্তুষ্ট এবং মর্মাহত হয়েছিলেন। হুযূর (আ.) এ জন্য অসন্তুষ্ট হন নি যে, জলসায় আগত মেহমানদের কাছ থেকে তিনি প্রত্যক্ষ কোন কষ্ট পেয়েছিলেন। বরং তিনি এ কথা ব্যক্ত করেছেন যে, তোমরা জলসায় যোগ দিয়ে পরস্পরের অধিকার প্রদান করছ না, এমনকি তোমরা স্বার্থপরতা ও আত্মম্ভরিতাও প্রদর্শন করছ, নিজের সুখ-সাচ্ছন্দকে অন্যের সুখ-সাচ্ছন্দের উপর প্রাধান্য দিচ্ছ। জলসায় এসে এমন আচরণ করছ, যেন এটি কোন জাগতিক মেলা। যদিও জলসার মূল উদ্দেশ্য হল– তাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করা, খোদার সাথে নিজের সম্পর্কের উন্নতি সাধন করা, পরস্পরের অধিকার প্রদান করা, একে অপরের জন্য কুরবানীর প্রেরণা ও মানকে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া।

কিন্তু তিনি যখন দেখলেন যে, কিছু মানুষ এই মানে উপনীত হচ্ছে না তখন তিনি যারপরনায় মর্মাহত হন এবং বিষয়টি তিনি স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন।

(শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৯৪-৩৯৫ থেকে সংকলিত)

অতএব, মেহমানরা যখন জলসায় যোগ দেওয়ার জন্য আসেন তখন তারা শুধু মেহমানই থাকেন না যে, একজন মেহমান হিসাবে উত্তম আচরণ এবং সুখ-সাচ্ছন্দের প্রত্যাশা রাখবে বরং পরোপকার ও কুরবানীর উচ্চতম মানও অর্জন করতে হবে এবং জলসা আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য যেন সর্বদা তাদের দৃষ্টিপটে থাকে। যেভাবে আমি বলেছি, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন এবং পরস্পরের অধিকার প্রদান করতে হবে।

আর অ-আহমদীদের প্রতি তো আমাদের অবশ্যই যত্নবান হতে হবে এবং তাদের আতিথেয়তার ক্ষেত্রে নিজেদের সাধ্য অনুসারে সুযোগ-সুবিধা প্রদান ও সর্বাত্মকভাবে আতিথেয়তা করতে হবে। আর বিশেষভাবে বিভিন্ন দেশের রাষ্টপ্রধান ও গোত্র প্রধানগণ অতিথি হয়ে এসেছেন। তাদের আতিথেয়তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। কেননা এটি আঁ হযরত (সা.)-এর নির্দেশ যে কোন জাতি বা গোষ্ঠীর প্রধানগণ যখন তোমাদের নিকট আসে তখন তাদের সম্মান ও আপ্যায়ন কর।

(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুল আদব)

অনুরূপভাবে এমন মানুষের সংখ্যাও অনেক যারা সত্য অন্বেষণ করতে আসেন, তারা যেই হোক, আমাদের উচিৎ তাদের যথাযোগ্য আতিথেয়তা করা। একথাই হযরত মসীহ মাউদ (আ.) আমাদেরকে বুঝিয়েছেন। যেমন: তিনি (আ.) তার লঙ্গরখানার কর্মীদেরকে এই দিক নির্দেশনাই প্রদান করতেন যে, পরিচিত, অপরিচিত, বড়, ছোট এবং ধনি, দরিদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেকের তোমাদের আপ্যায়ন করতে হবে।

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২২৬)

কিন্তু একজন আহমদী যখন জলসাতে যোগদান করেন তখন তার নিজেকে মেহমান ও মেজবান দুটিই মনে করা উচিত। একমাত্র তখনই তার ত্যাগ ও তীতিক্ষার প্রেরণা বৃদ্ধি পাবে, এবং জলসার পরিবেশ শান্তি ও সম্প্রীতিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

অতিথিকে সব সময় এই প্রচেষ্টা করা উচিত যে, সে যেন মেজবানের জন্য কষ্টকর পরিস্থিতির উদ্ভব না করে, বরং সুখ-সুবিধার উপকরন সৃষ্টি করে। এটি রসূলে করীম (সা.)-এর নির্দেশনা।

(সহী বুখারী, কিতাবুল আদাব)

জলসার দিনগুলোতে যেহেতু এখানে সাময়িক ব্যবস্থা করা হয়। এই কারণে এখানে অবস্থানকারীদের জন্য সেই পর্যায়ের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় যা স্থায়ী ব্যবস্থাপনার মধ্যে করা সম্ভব। এখানে সম্মিলিতভাবে থাকার জন্য একটি আবাসস্থল নির্মাণ করা হয়েছে এবং তাঁবু গুলোতে পারিবারিক ভাবে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। হয়তো এই ব্যবস্থাপনায় একাধিক ত্রুটি থেকে গেছে। জলসায় আগমনকারী মেহমানদের জন্য জামাতের পক্ষ থেকে অতিথি-সেবক বিভাগগুলি পারিবারিক সদস্যদের সমতুল্য হয়ে থাকেন। সুতরাং সেই সমস্ত সেবকদের এমন দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয় যে, জামাতের পক্ষ থেকে এই সমস্ত সেবকদেরকে শুধু তাদের সেবার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে আর কর্মীদের মাঝে কোন ধরনের দুর্বলতা বা ভূল থাকলে তারা কমীদেরকে যা কিছু বলার এবং সুযোগ সুবিধা আদায় করে নেওয়ার অধিকার রাখে। এমন মানসিকতা পোষণ করা অন্যায়। বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত এই সমস্ত সেবক ও সেবিকাগণ কেউই আমাদের পক্ষ থেকে চাকুরিতে নিযুক্ত নয়। বিনয় এবং খিদমতের অনুপ্রেরণার কারণেই তারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)- এর মেহমানদের সেবার জন্য নিজেদেরকে উপস্থাপন করেছেন। সেই সমস্ত সেবকদের মাঝে কতক উচ্চশিক্ষিত ও সামর্থ্যবান মানুষও রয়েছেন। এই জন্য মেহমানদের উচিত তারা যেন প্রয়োজনের সময় তাদের সাথে নম্রতা ও ভালবাসার সাথে কথা বলে নিজের চাহিদার কথা উপস্থাপন করে আর যদি সেই কর্মী যদি নিরুপায় হয়ে অপারগতা প্রকাশ করে তবে সানন্দে তার অপারগতা স্বীকার করে নেওয়া। অনুরূপভাবে আমাদের যুবক-যুবতীরাও বড় উৎসাহের সাথে ডিউটি দিয়ে থাকে। কোন কোন সময় বড়দের কোন অসঙ্গত আচরণ এবং বাচনভঙ্গির কারণে এই সমস্ত যুবক-যুবতীরা বড় ধরণের হোঁচট খেয়ে থাকে (স্তম্ভিত হয়) আর এই প্রবীণরা তাদের পদস্খলনের কারণ হয়ে থাকেন। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেককে সতর্ক থাকতে হবে। ছোটদের প্রতি বড়দের স্নেহপূর্ণ আচরণ কাম্য।

প্রত্যেক আগত আহমদী মেহমান যেন নিজেকে শুধু মেহমান মনে না করে। যেভাবে আমি বলেছি, বরং তারা যেন এই সংকল্পের সাথে জলসায় যোগদান করে যে তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল জলসায় যোগদান করে হযরত মসীহ মাউদ (আ.) এর দোয়ার উত্তরাধিকারী হওয়া, জলসার বরকত থেকে আশিসমন্ডিত হওয়া এবং নিজের আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি সাধন করা। কখনও যেন ছোট ছোট পার্থিব সুযোগ সুবিধা ও বিষয়ের পিছনে সময় নষ্ট না হয়। এবং পরিবেশকে এই সমস্ত কারণে কলুষিত করা না হয়। কিন্তু এস্থানে সেবকদেরকে আমি পূনরায় একথাই বলব যে পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, কারোর ব্যবহার যেমনই হোক না কেন আপনাদেরকে ভদ্রতা, ধৈয্য ও উৎসাহ সহকারে কাজ করতে হবে।

অতিথিদেরকে পরিবেশনের জন্য যা কিছু মজুত থাকে এই তিন দিন তাই আনন্দের সাথে খেয়ে নেওয়া উচিত। দেখুন এটি কত প্রেরণাদায়ক বিষয় যে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)- এর মেহমানদের খেদমতে বরকত রয়েছে এই কারণে কতক বিভাগের কর্মকর্তাগণ ছুটি নিয়ে একটি বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে খাদ্য প্রস্তুতির দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এই কারণে রান্নার স্বাদে যদি একটু-আধটু ঘাটতিও থাকে তাহলে অভিযোগর করা অনাবশ্যক।

কিন্তু খাদ্য পরিবেশনকারীদেরও এটি মনে রাখা দরকার যে যখন কাউকে খাবার পরিবেশন করবেন তখন সম্মানের সহিত করবেন আর যদি কেউ দশবারও তরকারী চেয়ে থাকে তাকে দিন এবং যে যতটা পরিমাণ নিতে চায় তাকে অবশ্যই তা দিন। কখনও কখনও খাবার খাদ্য পরিবেশনের স্থানে তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় নিয়ে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যায়। এগুলি যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত।

অনুরূপভাবে মেহমানদেরও স্মরণ রাখতে হবে যে খাওয়া শেষ করার পর যত দ্রুত সম্ভব প্যান্ডেল ছেড়ে বেরিয়ে আসা উচিত যেন অন্যরাও এসে অনায়াসে খাবার খেতে পারেন। যদিও ব্যাবস্থাপনা একবারে সর্বাধিক সংখ্যক মানুষকে খাওয়ানো চেষ্টা করে এবং স্থান সম্প্রসারণ করে প্যান্ডেল বাড়ানোর চেষ্টা করা হয় কিন্তু তা সত্বেও ভিড়ের সময় সমস্যার সৃষ্টি হয়। কিন্তু মেহমানরা যদি সহযোগিতা করে থাকেন তবে অনেক সুবিধা হয়। স্নানাগার ও শৌচালায় ইত্যাদির উৎকৃষ্ট ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেও মেহমানদের জন্য অন্যান্য সুবিধা প্রদানের চেষ্টা করা হয় কিন্তু যেভাবে আমি বলেছি, এটি সাময়িক ব্যাবস্থাপনা হওয়ার কারণে মেহমানদের কে কখনও কখনও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এ বিষয়টি মেনে নিতে হবে। আজ রাতেই আমি এই রিপোট পেয়েছি যে গোসলখানার এক অংশের ড্রেনের পাইপ ভেঙে গেছে যার কারণে গাটার রুদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং সাময়িক কালের জন্য স্নানাগার বন্ধ রাখতে হয়েছে। ফলে অসুবিধা হয়েছে। যদিও ব্যবস্থাপনা স্থায়ী সমাধান করার এবং মেরামত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু মেহমানদের বাড়তি কষ্টে পড়তে হতে পারে। এছাড়াও যেভাবে আমি পুর্বের খুতবাতে বলেছি যে পার্কিং এবং যাতায়াতের সুবিধার জন্য ব্যবস্থাপনায় কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত আমার কাছে আসা রিপোর্ট অনুসারে এই ব্যবস্থাপনা থেকে মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। এবং যে ট্রাফিক জ্যাম হচ্ছিল তা অনেকাংশে কমে এসেছে, এমনকি ট্রাফিকের গতি বেড়েছে। তা সত্তেও বাকি তিন দিনেও ট্রাফিক এবং ট্রান্সপোর্ট বিভাগের সাথে আগমনকারীদের পক্ষ থেকেও সর্বাত্মক সহযোগিতা কাম্য। যেখানে এবং যেভাবে বলা হয় গাড়ি পার্ক করুন বা আপনাদেরকেও সারিতে দাঁড়াতে বলা হলে সেই নির্দেশ মেনে চলুন। যেভাবে আমি বলেছি কার পার্কিং-এর জন্য একটি সুবিশাল ও বিস্তৃত জায়গা নেওয়া হয়েছে, সেখান থেকে বাসে করে নিয়ে আসা হবে । একাজেও আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করুন। যদি সহযোগিতা করা হয় তাহলে কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই সহজে ও সময়মত পৌছতে পারবেন। সাধারনত প্রত্যেক বছর জুমার সময় মানুষ দেরি করে পৌছে এবং শেষ সময় পর্যন্ত আসতে থাকে। বরং আমাকে কিছুটা দেরিতে আসতে বলা হয়ে থাকে যেন লোকেরা পৌছাতে পারে। কিন্তু মনে হচ্ছে এবার ব্যবস্থাপনা কিছুটা উন্নত করা হয়েছে। এই কারণে ভবিষ্যতেও এভাবে সহযোগিতা করতে থাকলে এ উন্নত ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে। অন্যথায় সমস্যার সৃষ্টি হবে।

যেভাবে আমি পুর্বে বলেছি যে সময়ের পুর্বেই সফর শুরু করুন যেন সময়মত পৌছতে পারেন। এবং সময়মত পার্কিং করে বাসের মাধ্যমে আপনাদের নিয়ে আসা যায়।

অনুরূপভাবে নিরাপত্তাজনিত সমস্যা প্রত্যেক বছর বেড়েই চলেছে। এ কারণে সিকিউরিটি চেকিং-এর বিষয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা করুন।

যেখানে নিজেদের এমস কার্ড অথবা পরিচয় পত্র দেখানোর প্রয়োজন সেখানে অবশ্যই দেখান। নিজের কার্ড এবং বিশেষ এলাকার পাশ অন্য কাউকে দিবেন না। অনেক সময় গ্রীন এরিয়ার লোক কার্ড অন্যকে দিয়ে দেয়। কোনো স্থানে যাওয়ার অনুমতি যদি থাকে তাহলে তা অন্য কাউকে দিবেন না। বিগত বছর গুলোতে এরূপ ঘটনা ঘটেছে। গ্রীন এরিয়ার বা কোন বিশেষ স্থানের কার্ড নিজের পরিচিতকে বা কোন বন্ধুকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এমন ভুল কাজটি অনেক সময় কর্মকর্তা এবং উর্ধতন কর্তৃপক্ষও এরূপ কাজ করে থাকে। এ জন্য এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। কারো সাথে যদি দুটি কার্ড থাকে তবে সুরক্ষাকর্মীদের উচিত দুটি কার্ডই যেন চেক করে এবং দেখা উচিত যেন দুটি কার্ডই যেন একই নামের হয়।

অনুরূপভাবে এ বছর সুরক্ষাকর্মীরা এবিষয়টিও লক্ষ্য রাখবেন এবং যে সমস্ত লোক নিজের সাথে পানির বোতল নিয়ে আসবেন তাদেরকে চেক করবেন এবং তাদেরকে পানির বোতল নিয়ে প্রবেশ করতে বাধা দিবেন। এই চেকিংয়েও সহযোগিতা করুন কেননা সরকারি মহল থেকে আমাদেরকে এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং এ সমস্ত কর্মকান্ড নিরাপত্তার খাতিরে, তাই সবাইকে সহযোগিতা করা উচিত।

নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদেরও এটি কাজ যে হোক কোন পরিচিত বা কোন অপরিচিত, কর্মকর্তা বা সাধারণ কোন ব্যক্তি- প্রত্যেককে চেক করুন। এজন্য কারো অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়। আর না এ বিষয়ে সুরক্ষাকর্মীদের লজ্জা পাওয়া উচিত।

অনুরূপভাবে এটিও জরুরী যে প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজের আশে পাশে দৃষ্টি রাখে। এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপুর্ণ। যেমন আমি পুর্বেও বলেছিলাম যে, এই দিন গুলোতে দোয়াতে অনেক বেশী জোর দিন যেন আল্লাহ তায়ালা সার্বিকভাবে জলসাকে বরকত মন্ডিত করেন। এদিক সেদিক ঘোরা ফেরা না করে জলসার প্রোগ্রাম শুনুন।

আর একটি বিষয় ব্যাবস্থাপনা এবং কর্মকর্তাদেরকেও বলতে চাই যা আমি পুর্বেও কয়েকবার বলেছি যে ব্যাবস্থাপকগণ মানুষের সাচ্ছন্দ্যের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করুন। অনেক সময় কিছু কিছু মানুষ খালি পেটে করে তাড়াহুড়ো করে বাড়ি থেকে চলে আসেন অথবা তাদের সকাল সকাল খাওয়ার অভ্যাস থাকে না এবং এখানে আসার পর অনেক সময় খাওয়ার জন্য অনেক দেরী হয়ে যায় এবং দীর্ঘ সময় খালি পেটে থাকার কারণে তারা অসুস্থ হয়ে পড়েন। অনেকে অসুস্থ থাকেন যারা দীর্ঘক্ষণ অভুক্ত থাকতে পারেন না। সুতরাং যদি এ ধরনের লোক থাকে তবে তাদের জন্য খাবারের পেন্ডেলে যেন কোন না কোন খাবারের ব্যবস্থা থাকে। এবং সেখানে যেন ডিউটিতে লোক থাকে। যদি এমন পরিস্থিতি হয় তাহলে মেহমানদের উচিত তারা যেন তাড়াতাড়ি খেয়ে চলে আসে এবং জলসার প্রগাম শুনে।

অনুরূপভাবে ব্যবস্থাপনাও যেন এ বিষয়টি নিশ্চিত করে যে জলসা চলাকালীন সময় বাজার সম্পূর্ণরুপে বন্ধ থাকবে। কোন দোকানে দোকানদার বা দোকানের কর্মচারী যেন উপস্থিত না থাকে। সবাই যেন জলসা শুনে। বাজার বিভাগ যেন সেখানেও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। যদি এতেও যদি কারো কারো আশ্বস্ত না হয়, দোকানে দামি জিনিস থাকে তাহলে দোকানে না বসে বাজারের এক কর্ণারে একটি স্থান নির্ধারন করুন যেখানে জলসা শুনার ব্যবস্থা এবং টিভি লাগানো থাকবে।

অনুরূপভাবে এটিও বলতে চাই প্রত্যেক বছরের ন্যায় এ বছরও প্রদর্শনীর ব্যাবস্থা করা হয়েছে। যার মাঝে রিভিউ অফ রিলিজিয়নস এর প্রদর্শনীও হবে এবং পাশাপাশি হযরত ঈসা (আ.)- এর কাফনের প্রদর্শনীও হবে। এ বিষয়ে কতিপয় অ-মুসলিম বিশেষজ্ঞরাও আসবেন এবং তারা নিজেদের বক্তব্য পেশ করবেন। যারা এ বিষয়ে আগ্রহ রাখেন তাদের সাথে প্রশ্ন উত্তরও করবেন। সুতরাং তাদেরকে এ থেকে লাভবান হওয়া উচিত।

অনুরূপভাবে রিভিউ অফ রিলিজিয়নস এর অধিনে “আল কাল্‌ম” প্রজেক্ট চলবে। যেখানে কুরআন মাজীদের কোন না কোন আয়াত হাতে লেখার সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে। এতে লোকজন খুবই আগ্রহের সাথে অংশগ্রহণ করে থাকে। এ বিষয়ে আগ্রহী ব্যক্তিরা এতে অংশ গ্রহণ করতে পারে।

একই ভাবে আর্কাইভ বিভাগের অধিনেও এবার কতিপয় ‘তাবার্‌রুক’ এর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে , সেটাও দেখার মত একটি বিষয় হবে। “মাখযানে তাসাবির”এর চিত্র-প্রদর্শনীও রয়েছে। কিন্তু এটি স্মরণ রাখবেন যে, জলসা চলাকালীন এগুলি বন্ধ থাকবে। জলসার অনুষ্ঠানমালা সবাই অত্যন্ত মনযোগের সহকারে শুনুন এবং বক্তৃতাসমুহ থেকে লাভবান হন। আল্লাহ তা’লার ফযলে আলেমরা অনেক পরিশ্রম করে নিজেদের বক্তৃতা প্রস্তুত করেন। এগুলি থেকে যথাযথভাবে উপকৃত হওয়া উচিত। কেবল নিজের পছন্দের ব্যাক্তি বা বিষয়কে মনযোগ সহকারে শুনবেন এবং আর অন্যান্য বিষয়ে মনযোগ দিবেন না- এমনটি কাম্য নয়।

হযরত মসীহ মাউদ (আ.) বলেন:

“ সকলে মনযোগ দিয়ে শুনুন। যে আমি আমার জামাত এবং স্বয়ং নিজের সত্বার জন্য এটি কামনা করি এবং পছন্দ করি যে কেবল বাহ্যিক ও অন্তঃসার শূন্য কথাবার্তা যা বক্তৃতা সমুহে হয়ে থাকে তা যেন পছন্দ করা না হয়। সমস্ত উদ্দেশ্য যেন এখানে এসেই থেমে না যায় যে, বক্তা কতই না মুগ্ধকর বক্তৃতা করছেন, তার কথায় কতই না শক্তি। আমি এতে সন্তুষ্ট নই। তিনি বলেন - “ কোন কৃত্রিমতা ছাড়াই আমিতো এটি পছন্দ করি বরং আমার প্রকৃতি এবং সহজাত প্রবৃত্তির এটি কামনা, যে কাজই করা হোক তা যেন আল্লাহ তা’লার জন্য করা হয়, যা কিছু আলোচনা হয় তা যেন আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হয়।”

তিনি বলেন- “ যা কিছু বলব তা যেন একমাত্র আল্লার জন্য হয়, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হয়। এবং যা কিছু শুনবেন তা যেন আল্লাহ তা’লার জ্ঞান করে শুনুন এবং তার উপর আমল করার উদ্দেশ্যে শুনুন। মজলিসের ওয়াজ নসিহত থেকে আমরা যেন শুধুমাত্র এতটুকুই গ্রহণ করে সন্তুষ্ট না হই এবং বলি যে আজ অনেক ভাল বক্তৃতা হয়েছে। শুনুন এবং অত্যন্ত মনযোগের সহিত শুনুন এবং এই সংকল্প নিয়ে শুনুন যে আমল করতে হবে। শুধুমাত্র বক্তৃতার প্রশংসা করার নিয়তে বা উদ্দেশ্যে শুনবেন না।” অতঃপর তিনি বলেন, “মুসলমানদের মধ্যে পশ্চাদপদতা এবং অধঃপতন আসার এটি একটি অনেক বড় কারণ। (কেন অন্যান্য মুসলমানরা অনগ্রসর জাতিতে পরিণত হয়েছে? তার একটি বড় কারণ এটি যে তারা এই নিয়তের সহিত শুনতেন না।) তা না হলে এত সম্মেলন, মিটিং, সভা হয়ে থাকে এবং সেখানে বড় বড় পন্ডিত বক্তা নিজের বক্তৃতা পড়েন এবং করেন এবং কবি জাতির অবস্থার হা-হুতাশ করে থাকে। এসব কিছুর যে কোনই প্রভাব পড়ে না তার কারণ কি? তিনি বলেন- “জাতি উন্নতির পরিবর্তে ক্রমশঃ অধঃপতনের দিকে যাচ্ছে। (এটি আমরা দেখে প্রত্যক্ষ করছি এবং আজকাল এটি আরো বেশি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করতে চলেছে।) । তিনি বলেছেন “ আসল বিষয় হল সেই সব সভায় অংশগ্রহণকারীরা নিষ্ঠার সহিত আগমন করেন না।”

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড,পৃষ্ঠা: ৩৯৮-৪০১)

সুতরাং এই মৌলিক বিষয়টিকে প্রত্যেক অংশগ্রহণ কারীর উপলব্ধি করা উচিত যে জলসার প্রোগামে অংশগ্রহণ করুন এবং এই নিয়্যত সহকারে যে আমরা এই বিষয়ের উপর আমল করার সাধ্যমত চেষ্টা করব। আহমদী আলেমদের উপর আল্লাহ তায়ালার অনেক বড় ফযল যে তারা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)- এর লেখনী থেকে উপকৃত হয়। আল্লাহ তায়ালা এবং তার রসুলের কথা থেকে উপকৃত হয়ে আমাদের কাছে উপস্থাপন করেন। আধ্যাত্মিক এবং জ্ঞানগর্ভ বিষয় সমুহ আমাদের সামনে বর্ণনা করেন। যদি আমরা প্রকৃত পক্ষে তা থেকে উপকৃত হতে পারি তবে নিজেদের জীবনে বিপ্লব সাধন করতে পারব। আল্লাহ তায়ালা সমস্ত অংশগ্রহণ কারীদের জলসার উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

একটি বিশেষ ঘোষণা
বাৎসরিক ইজতেমা ওয়াকফে নও পশ্চিম বঙ্গ, ২০১৭

(শুধুমাত্র ওয়াকফে নও ছেলে ও মেয়েদের জন্য)

আগামী ২৪ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে (রবিবার) আহমদীয়া মুসলিম মিশন কোলকাতায় পশ্চিম বঙ্গের ওয়াকফে নওদের বাৎসরিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হবে।

অনুষ্ঠান ও পাঠ্যসূচি পেতে সংশ্লিষ্ট বিভাগে যোগাযোগ করুন।

আমাদের ধর্ম বিশ্বাস।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

" আমরা একথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদা তা'লা ব্যতীত কোন মাবূদ নেই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) তাঁর রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশতা, হাশর, জাহান্নাম এবং জান্নাত সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা যা বলেছেন এবং নবী (সা.) হতে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তা অকাট্য সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হতে বিন্দুমাত্র কম করে অথবা যে বিষয়গুলো অবশ্যকরণীয় বলে নির্ধারিত তা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম-দ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র করেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হতে যাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদা তা'লা এবং তাঁর রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করে এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করবে। মোট কথা যে সমস্ত বিষয়ের উপর আক্বিদা ও আমল হিসেবে পূর্ববর্তী বুযুর্গগানের ইজমা অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হয়েছে ইহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করে। কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরে দেখেছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও অন্তরে আমরা এ সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারীয়না- অর্থাৎ সাবধান! নিশ্চয় মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপরে আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্ পৃষ্ঠা: ৮৬-৮৭)

বাৎসরিক জেলা ইজতেমা, মজলিস অনসারুল্লাহ্

নলহাটি, বীরভূম: ২০১৭

আলহামদো লিল্লাহ, প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ৬ই আগষ্ট, ২০১৭ তারিখে বীরভূম জেলার মসজিস আনসারুল্লাহ্‌র ১১তম বাৎসরিক ইজতেমা নলহাটিতে অনুষ্ঠিত হল। মাননীয় আমীর সাহেব জেলা, শামশের আলি সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মসজিল আনসারুল্লাহ্ ভারতের প্রতিনিধি জনাব মসলেহুদ্দীন সাদী সাহেব। পর্যায় ক্রমে তিলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা, কুইজ এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আনসার বুযুর্গান উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতার শেষে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী আনসারদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। আনসার বুযুর্গানদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন জনাব মুসলেহুদ্দীন সাদী সাহেব এবং মাননীয় শামশের আলি সাহেব।

ইজতেমায় তাহাজ্জুদ ও দরসের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অবশেষে পুরষ্কার বিতরণের পর সভাপতি মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমরা সমাপন ঘটে। ইজতেমায় মোট আশি জন আনসার অংশ গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা এই ইজতেমার উত্তম পরিণাম প্রকাশ করুন। আমীন।

সংবাদ দাতা: মহম্মদ মুজিবুর রহমান, নাযিম আনসার, জেলা বীরভূম।

হয় পর্দা করতে হবে নয়তো জামাত ছেড়ে চলে যেতে হবে। কেননা আমাদের জামাতের নিয়ম, কুরআন করীমের কোন আদেশ অমান্য করা যাবে না, হোক সেটা মৌখিক বা কার্যত, এরই মাঝে দুনিয়ার হেদায়াত ও নিরাপত্তা নির্ভর শীল।

[হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) পর্দা প্রসঙ্গে]

আমরা বড় হই বড় হব

মোহাম্মদ মোস্তাফা আলি

ভূমিকা

'আমরা বড় হই, বড় হবো' - রচনাটির বিষয়-বস্তু ছোট ও বড় সকলের জন্য হলেও তা বিশেষ করে ছোটদের জন্যই। আর এখানেই নিহিত রচনার গুরুত্ব। ছোটদের জন্য রচনা তৈরী করা বড়ই কঠিন। ছোটদের মনঃপুত করে, তাদের উপযোগী করে, সহজ-সরল করে কথা বলা মোটেই সহজ নয়। এক্ষেত্রে এমনই একটি দুরূহ কাজ করেছেন এই পুস্তিকাটির লেখক মোহাম্মদ মোস্তাফা আলী।

আমরা বড় হবো, সব প্রাণীই বড় হয়

কেউ বলতে পারেন আমরা তো সারা জীবন ধরে বড় হই। এতে তো কারো হাত নেই। এ নিয়ে লেখালেখির এমন কি আছে? আশা করি আমাদের লেখায় ক্রমশঃ এর উত্তর পাওয়া যাবে। মাতৃগর্ভে আসার সাথে সাথে প্রত্যেকের বড় হওয়া শুরু হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরও তা চলতে থাকে। শিশুদের প্রতি মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজনের আদর সোহাগের সীমা থাকে না। কোন শিশু ইচ্ছা করলেও নিজে শিশু থেকে সারা জীবন এই আদর সোহাগকে ধরে রাখতে পারে না। কখনো পারবে বলে মনে হয় না। আত্মীয়-স্বজনেরা এরূপ ঘটুক তা চাইবে না। তাই বড় হওয়াটা আমাদের কাম্যও বটে। ক্রমে শিশু বড় হয়ে চলে। সে উপুড় হয়, তার দাঁত ওঠে। বসতে, হাঁটতে ও দৌড়াতে শিখে সে। শৈশব পাড়ি দিয়ে হয় সে কিশোর। সাথীদের সাথে খেলাধূলায় ব্যস্ত হয়। দায়দায়িত্ব পালনেরও সূচনা হয়। লেখাপড়ার চাপ বা ঘরসংসারের কাজ করার তাগিদ পড়ে। সময়ে গজানো দাঁত (দুধ দাঁত) পড়ে যায়, নতুন দাঁত ওঠে। এগুলোও পড়ে, তবে দীর্ঘস্থায়ী হয়। কৈশোরেও সে আটকে থাকে না। যৌবনে পা বাড়ায়। যৌবনের রূপ রস গন্ধ মাধুর্য্য যতই কাম্য ও লোভনীয় হোক না কেন, এখানেও সে স্থায়ী হতে পারে না। বুড়ো হওয়ায় সাড়া না দিয়ে উপায় থাকে না। আবার দাঁত তার মায়া ছেড়ে পড়তে পারে। মাড়ির শূন্যস্থান আর পূরণ হয় না। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে- শিশুর বেলায় একের মাঝে চার' (শিশু, কিশোর, যুবক ও বৃদ্ধ) বিরাজ করছে। কিশোরের বেলায় 'একের মাঝে তিন' যুবকের বেলায় 'একের মাঝ দুই' এবং বুড়োদের বেলায় 'একের মাঝে শুধু একই থাকে'। চুল, নখ সারা জীবনই বেড়ে চলে। কাট ছাঁট করে এ সবকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। যাদের মাথায় টাক পড়ে তাদের কথা আলাদা। তাদের কথা আমরা ভাবছি না। তাদের কথা তারাই অনেক ভাবে। পুরুষদের দাড়ি গজায়। দাড়িও বেড়ে চলে। চুল দাড়ি পাকে, সাদা হয়। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সবাই বয়সেও বাড়তে থাকে। এসব আমরা চোখে দেখতে পাই, অভিজ্ঞতায় অনুভব করি। তা'ছাড়াও দেহে, মনে, আচার-আচরণে অনেক পরিবর্তন হয়। এসব নিয়ে আলোচনায় যাওয়া লক্ষ্য নয়।

জন্ম-মৃত্যুর মত এভাবে বড় হওয়া আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না- সে কথা আগেও বলা হয়েছে। কেউ যদি কোন দায়দায়িত্ব পালন না করে একদম অলস জীবন যাপন করে তবুও সে এ ধরণের বড় হওয়াকে আটকে রাখতে পারে না। এভাবে বড় হওয়া, প্রাণীদের জন্য প্রকৃতির নিশ্চিত বিধান। তা, গাছমাছ, পশু পাখি, কীটপতঙ্গের অর্থাৎ ক্ষুদ্র বৃহৎ সারা প্রাণী জগতে বিরাজমান। বীজ থেকে অংকুর বের হয়, ডিম থেকে বাচ্চা ফোটে। এসবও বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণ বৃক্ষ, পূর্ণ প্রাণী হয়। সংক্ষেপে বলা যায় এক্ষেত্রে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীতে কোন পার্থক্য আছে বলা যায় না। এ বড় হওয়াতে কারো কোন বাহাদুরি নেই। অবশ্যই মানুষের বড় হওয়ার আরও একটি বড় দিক আছে। তা হল জ্ঞানে গুণে ও কর্মে বড় হওয়া এভাবে বড় হতে সচেতন সাধনার দরকার হয়। পরবর্তীতে এভাবে বড় হওয়ার বিভিন্ন দিক ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা হবে।

বড় হওয়ার ভাল মন্দ

বলা হয়েছে যে, মানুষ নিজ চেষ্টায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বড় হতে পারে। অন্যান্য প্রাণীর মাঝে এরূপ দেখা যায়া না। তাদের জীবন সাধারণতঃ খাদ্য সংগ্রহ ও বংশ রক্ষাতেই আবদ্ধ থাকে। তাদের জ্ঞান ও কর্মক্ষেত্রে খুবই সীমিত। অবশ্য মানুষ তাদেরকে নিজেদের প্রয়োজন মিটাতে নানাভাবে কাজে লাগায়।

মানুষের নিজ চেষ্টায় বড় হওয়ার ভালমন্দ দু'টো দিক আছে। এ সম্পর্কে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট হওয়া খুবই দরকার। কেননা, কেউ বড় হলেও তার জীবন সার্থক হবে, তার দ্বারা সমাজ উপকৃত হবে তা বলা যায় না। বস্তুতঃ ভালর ক্ষেত্রে বড় হলেই তা হয়। অপর দিকে মন্দতে বড় হলে তার নিজের অমূল্য মানব জীবন ব্যর্থ হওয়ার সাথে সাথে সমাজের জন্যও সে ক্ষতিকর বড় কারণ হতে পারে। বড় হওয়ার টানে সহজেই কেউ বিপথগামী হতে পরে, পরে হয়ে থাকে। অপরদিকে ভাল হওয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারলে ভাল হওয়ার আগ্রহ বাড়ে। চেষ্টায় আনন্দ পায়, তৃপ্তি আসে। ভাল বা মন্দ হওয়ার কারণে যারা ইতিহাসকে উজ্জ্বল বা কালিমালিপ্ত করেছে তাদের কিছু উদাহরণ নিলেই আলোচ্য বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে আশা করা যায়। এখানে একটি বিষয় বলে নেওয়া খুবই দরকার। ভালর জন্য বড় হতে চাইলে চাই ত্যাগ তিতিক্ষা। মন্দের জন্য বড় হতে চাইলে থাকে ভোগ বিলাস ও শোষণে ডাক বা ক্ষমতার দাপট এসব।

ইতিহাসে ভাল বা মন্দতে বড় হওয়ার অসংখ্য ঘটনা বা উদাহরণ আছে। উভয় ক্ষেত্র হতে কিছু তুলে ধরা হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ, গৌতম বুদ্ধ, নূহ, ইব্রাহিত, মূসা, ঈসা সবার উপরে শান্তি বর্ষিত হোক এবং হযরত মোহাম্মদ (সা.) শুধু নিজেরাই সৎ ও ভাল ছিলেন না সমাজের সবাইকে ভাল করতে গিয়ে আপ্রাণ বিরামহীন প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। এজন্য তাঁরা নানাভাবে যুলুম-অত্যাচার ভোগ করেছেন। কিন্তু মানবতার প্রতি দায়িত্ব পালনে কখনও তাঁরা পিছপা হন নি। তাঁদের নিষ্ঠাবান অনুগামীরাও তা-ই করেছেন। অপরদিকে মন্দতে বড় হওয়ার নজীর রাজ কংশ, নমরূদ, ফেরাউন, হযরত ঈসা (আ.)-কে যারা ক্রুশে চড়িয়ে ছিল এবং হিজরত করে জন্মস্থান মক্কা ছেড়ে চলে গেলেও যারা হযরত মোহাম্মদ (সা.)-কে মদিনাতে শান্তিতে থাকতে দেননি যেমন আবু লাহাব, আবু জাহল ও তাদের দলবল। সাম্প্রতিক ইতিহাসেও পাওয়া যাবে হিটলার ও মুসোলিনিকে। তারা লাখ লাখ লোককে হত্যা করে মানবতার দুশমনরূপে চিহ্নিত হয়েছে। এদেশের ইতিহাসে আছে মীর জাফর যে হীন স্বার্থের জন্য দেশের স্বাধীনতা বিকিয়ে দিয়েছে বিদেশীদের হাতে। তাতে পরবর্তী প্রজন্মকে পরাধীনতার গ্লানি ভোগ করতে হলো। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে এদেশেরই কিছু রাজনৈতিক দল দেশের 'স্বাধীনত' রক্ষার নামে আপ্রাণ অপচেষ্টা চালিয়েছিল। দেশবাসীর রক্তে এরা 'হোলি' খেলেছে, এরাও মন্দের জগতে বড় হয়ে শুধু ইতিহাসকেই কলুষিত করে নি, ধর্ম রক্ষার নামে অ-ইসলামিক কর্মকান্ড দ্বারা পবিত্র ইসলামকেও বহির্বিশ্বে দুর্নামের ভাগী করেছে।

বড় হওয়ার বীজের খোঁজে খোঁজে

দৈহিকভাবে বড় হওয়ার উপাদান আল্লাহ্ই আমাদের শরীরে রেখে দিয়েছেন। অবশ্য এর পরিপুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় আহারাদি গ্রহণ এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য বিধি ও নিয়মকানুন মানতে হয়। মানষের বেলায় ভাল বা মন্দ হওয়ার উপকরণ কোথা হতে আসে এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। উত্তরের জন্য দূরে যেতে হবে না। তা-ও মানুষের মাঝেই আছে। আল্লাহ্ মানুষের মাঝে (অন্তরেও বলা হয়) মহত্ব ও হীনত্ব দু'টো প্রবণতাই রোপিত করেছেন। এগুলোকে বোঝার বা চিহ্নিত করার জন্য মানুষকে বিবেক বুদ্ধি দান করেছেন। দু'টোর কোন্টাকে সে বিকশিত করবে ও কোনটাকে দমিত বা নিয়ন্ত্রণে রাখবে সে সামর্থ্য এবং স্বাধীনতাও তাকে দেওয়া হয়েছে।

মানুষের কুপথে চলার জন্য প্ররোচনা দিতে যেমন রয়েছে শয়তান তেমনি সুপথে ডাকার জন্য আল্লাহ্ যুগে যুগে পাঠিয়েছেন নবী-রসূল। তাঁরা নিজেরা সৎ পথে থেকে সৎভাবে জীবন যাপন করে অন্যদেরকে ঈমান এনে সৎকাজ করতে বলেছেন। তাঁরা ভাল মন্দের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, চিহ্নিত করেছেন। আচার আচরণ দ্বারা তাঁরা দেখিয়ে গেছেন কিভাবে ব্যক্তি জীবনকে অন্তর্নিহিত হীনত্বেও গ্রাস হতে রক্ষা করতে হয়। একই সাথে দেখিয়েছেন কিভাবে নিজের মহত্বের বিকাশে সাফল্য লাভ করা যায়। মহাপুরুষগণ অনুগামীদের সংগঠিত করে জামা'ত সৃষ্টি করেন ও এর মাধ্যমে সমাজ জীবনকে কলুষমুক্ত করার অবিরাম প্রচেষ্টা চালান। এসব কারণে আল্লাহ্ সৃষ্টির মাঝে মানুষেরই বিচার হওয়ার কথা জানিয়েছেন।

অন্যান্য প্রাণীর মাঝে ভালমন্দের জ্ঞান দেওয়া হয় নি। তাদের মাঝে তাদের মধ্য হতে কোন নবী রসূলের আগমণের কথাও বলা হয় নি। তাই ওরা মুক্ত স্বাধীন। ওরা ন্যায় অন্যায় বোঝে না। এক্ষেত্রে যে বিষয়টি বিশেষভাবেব উপলব্ধির দাবী রাখে তা হলো মহত্বের জন্য মানুষ যেমন সৃষ্টির সেরা, হীনত্বের প্রভাবে সে নিকৃষ্টতম জীবে পরিণত হতে পারে। তাকে সদা ভালমন্দের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। বিবেক বুদ্ধির সঠিক ব্যবহার দ্বারা এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সে মানবতার মুখ উজ্জ্বল করে, তার জীবন সার্থক হয়। কোরআন করীমে আল্লাহ বলেন: 'নিশ্চয় আমরা মানুষকে সর্বোৎকৃষ্ট উপাদানে সৃষ্টি করিয়াছি অতঃপর [অসৎ কর্ম করিলে] আমরা তাহাকে হীন হইতে হীনতম স্তরে ফিরাইয়া দিই; সেই সকল লোক ব্যতীত যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে; অতএব তাহাদের জন্য রহিয়াছে অফুরন্ত প্রতিদান, অতএব, ইহার পর বিচার সম্বন্ধে তোমাকে কিসে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে? আল্লাহ্ কি সকল বিচারকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতম বিচারক নহেন? [৯৫: ৫-৯]

নিম্নে উদ্ধৃত কবিতার কয়েকটি লাইনেও তা প্রতিধ্বনিত হয়েছে;

'কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক
কে বলে তা বহুদূর
মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক
মানুষের মাঝে সুরাসুর'।

- শেখ ফযলুল করীম।

মেধা বা প্রতিভা ও প্রচেষ্টা

মানুষের বড় হওয়াতে মেধা বা প্রতিভা ও প্রচেষ্টার গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। তাই এসব সম্পর্কে মোটামুটিভাবে সবারই প্রাথমিক ধারণ থাকা খুবই দরকার। মেধা হল কাজ বুঝবার, ধারণা করার ও স্মরণ রাখার শক্তি। এ শক্তি প্রত্যেকের জন্মগতভাবে পওয়া স্রষ্টার দেওয়া দান। কারো ইচ্ছার উপরে যেমন মেধা নির্ভর করে না, তেমনি সবার সমান হয় না। তাই এজন্য কাউকেও হেয় চোখে দেখা উচিত নয়। তবে যার যে মেধা আছে এর সঠিক বিকাশে ইচ্ছাকৃত অবহেলা করলে সে দোষমুক্ত হতে পারে না।

সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি মেধা থাকলে তাকে প্রতিভা বলা যায়। উল্লেখ্য যে, প্রতিভাবনরাও সবাই সমান হয় না। এ-ও স্রষ্টারই বিধান। আরও একটি স্মরণীয় বিষয় হল যে, মেধা বা প্রতিভা সবারই সর্ব ক্ষেত্রে দেখা যায় না। যেমন একজন বড় কবি হলেই বড় বিজ্ঞানীও হয়ে যাবে তা নয়। দু' একজনের বেলায় এর ব্যতিক্রম হতেও পারে। মেধা বা প্রতিভা যার যতটুকু থাকুক না কেন তা প্রকাশের প্রচেষ্টা অত্যাবশ্যক।

প্রচেষ্টাকে সহজ কথায় বলা হয় নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন তথা জীবনের কর্মসূচী কার্যকর করা। কর্মসূচীর লক্ষ্য হবে শুধু জীবিকা অর্জনেই সীমিত না থেকে বৃহত্তর ও মহত্তর উদ্দেশ্য হবে ব্যক্তি, পরিবারও সমাজকে সুন্দর শোভনভাবে গড়ে তোলায় অংশ নেওয়া। এ জন্য প্রত্যেকের মাঝে সেবার মনোভাব থাকতে হবে বা গড়ে তুলতে হবে। গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে, পরস্পর সহযোগিতাতেই সামাজিক জীবন চালু থাকে ও শক্তিশালী হয়। তাছাড়া সমাজের স্বীকৃতিতেই আমাদের জীবনের সার্থকতা অনেকখানি নির্ভর করে। অনেকে বলে থাকেন মেধা বা প্রতিভার দৈন্য প্রচেষ্টার দ্বারা কখনও পূরণ করা যায় না। আবার অনেকে মনে করেন প্রচেষ্টা না থাকলে বা এতে বড় রকমের ক্রটি থাকলে মেধা বা প্রতিভা পচে নষ্ট হয়, কোন কাজে লাগে না। এ তর্কের কোন শেষ নেই। তাতে না গিযে আমাদের জন্য উপকারের হবে সদা স্মরণ রাখা যে, যত বড় মেধা বা প্রতিভা হয় তা বিকাশের জন্য তত বড় ও ব্যাপক প্রচেষ্টা চাই। আমাদের ব্যবহারিক জীবন হতে কিছু উদাহরণ নিয়ে বিষয়টি বিবেচনা করা যাক। ছোটরা খেলাধূলা খুব ভালবাসে। ধরা যাক কেউ খেলাধূলার ক্ষেত্রে বড় প্রতিভার অধিকারী। তাতেই কি সে নিয়মিত প্র্যাকটিস না করে সোজা অলিম্পিক বিজয়ী হয়ে যাবে? তা কখনও নয়। এ যাবৎ কারো জীবনে এমনটি ঘটেনি। এরূপ ঘটার আশায় কেউ ঘটা করে অপেক্ষা করলে তার মূল্যবান সময় ও জীবন বৃথা যাবে। পানিতে না নেমেই সাঁতারে কেউ ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে রেকর্ড করার কথা কোন সুস্থ লোক কখনও ভাবতে পারে কি? অন্যান্য ক্ষেত্র হতে দু' একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। যে সকল কবি সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন, শত শত বছর অতিক্রম করে তাঁরা আমাদের হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসন করে নিচ্ছেন এ জামানাতে যারা নোবেল প্রাইজ পাচ্ছেন, শুধু কি প্রতিভাতে তা হয়েছে ও হচ্ছে? না, কখনও নয়। সাধনার পরশ দিয়েই তাঁরা প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছেন। বস্তুতঃ এর কোন বিকল্প নেই। থাকলেও এখনও তা আবিষ্কার হয় নি। যদি কোনদিন এমনটি হয় তবে তা-ও হবে প্রতিভার সাথে প্রচেষ্টা বা সাধনার সহযোগিতায়। ম্যাজিক দ্বারা অচিন্তনীয় অনেক কিছু করা যায়। তা শিখতেও চেষ্টার প্রয়োজন হয়। যদিও ম্যাজিক স্থায়ী হয় না। নবী রসূলগণের কথা ধরা যায়। তাঁরা সবাই অনন্য সাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। এতদ্সত্বেও তাঁদের কেউ কখনও সাধনা ও প্রয়াস হতে বিরত হয়েছেন এরূপ কেউ দেখাতে পারবে বলে মনে হয় না। তাঁরা আল্লাহ্র পথের সন্ধান লাভের জন্য কঠোর সাধনা করেছেন। সমাজকে ঐ পথের সন্ধান দিতে গিয়ে বিরামহীন প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আমরা যাতে অনুসরণ-অনুকরণ করি সেজন্যই আল্লাহ তাঁদের পাঠান। তাঁদের মত আমাদেরকেও মেধা বা প্রতিভার সাথে প্রচেষ্টার সুসমন্বয় ঘটাতে তৎপর থাকতে হবে। তখনই তাদের অনুসরণ আমাদের জন্য অর্থবহ ও কল্যাণকর হবে। (ক্রমশঃ.....)

সামাজিক প্রথা সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা

হযরত সৈয়্যাদা উম্মে মাতীন মরিয়ম সিদ্দিকা
অনুবাদ: মির্যা সফিউল আলাম

সামাজিক প্রথার পরিভাষা

ইসলামী শরিয়তের নীতি মূলত তিনটি। কুরআন মজীদ, হাদীস এবং রসুল্লাহ্ (সা.)-এর সুন্নত এবং এই যুগ অনুযায়ী হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ফতোয়া সমূহ। কেননা, এই যুগের জন্য আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে ন্যায়-বিচারক ও মীমাংসাকারী রূপে আবির্ভূত করেছেন। তিনি এসে আমাদেরকে বলে দিয়েছেন যে কোনটি সঠিক আর কোনটি ভুল।

এই নৈতিক শিক্ষা অনুসারে আমরা প্রথা সেটিকেই বলব যার প্রমাণ কুরআন মজীদ, হাদীস এবং সুন্নতে পাওয়া যায় না, কিম্বা যে কাজ মহানবী (সা.)-এর খোলফায়ে রাশেদীন করেছেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, এবং এটি এমন কাজ যা মানুষ আবশ্যক জ্ঞান করে করে না, বরং এই জন্য করে যে, তাদের পিতৃপুরুষরা করে এসেছেন এবং যার উদ্দেশ্য হল নিজের জাতি ও গোত্রের সম্মান বজায় রাখা।

রসুলুল্লাহ (সা.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য।

আঁ হযরত (সা.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য আল্লাহ্ যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা হল, তিনি (সা.) যেন মানব জাতিকে এই জগদ্দল বোঝা থেকে মুক্তি দান করেন যা মানুষ নিজেই নিজের উপর চাপিয়ে রেখেছিল, এবং তাদের আত্মাকে পবিত্র করে আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করেন। কারণ ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু হল একত্ববাদ। মানুষের পূর্ণ মনোযোগ তাঁর ইবাদত, মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী, আত্মীয়তা রক্ষা, জীবন-মৃত্যু-সব কিছুই যেন আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হয়। একত্ববাদের যে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকা মানুষের জন্য আবশ্যক, যখন সে সেই মর্যাদা থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হয়, তখন সে বিভিন্ন কুপ্রথার আবর্তে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং ক্রমশ সেই জালে এমনভাবে জড়িয়ে পড়ে যে শিরকের দার প্রান্তে পৌঁছে যায়। ভিন্ন বাক্যে সামাজিক প্রথার অনুবর্তিতার চূড়ান্ত পরিণাম হল শিরক বা অংশিবাদিতার জন্ম। আল্লাহ্ তা"লা কুরআন মজীদে বলেন:

"যাহারা এই রসূল, উম্মী নবীকে অনুসরণ করে, যাহার নাম তাহারা তাহাদের নিকট তওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত দেখিতে পায়। সে তাহাদিগকে পুণ্য কর্মের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ করিতে তাহাদিগকে নিষেধ করে, এবং তাহাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহকে হালাল করে এবং অপবিত্র বস্তুসমূহকে তাহাদের উপর হারাম করে এবং তাহাদের বোঝা এবং তাহাদের গলার বেড়ি যাহা তাহাদের উপর চাপিয়া ছিল, তাহা তাহাদের উপর হইতে দূরীভূত করে। সুতরাং যাহারা তাহার উপর ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাকে সম্মান ও সমর্থন দিয়াছে এবং সাহায্য করিয়াছে এবং সেই নূরের অনুসরণ করিয়াছে যাহা তাহার সহিত নাযেল করা হইয়াছিল- ইহারাই সফলকাম।

(আল-আরাফ: ১৫৮)

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, সফলতা অর্জন করার জন্য আবশ্যক হল প্রত্যেক কাজে এটি দৃষ্টিপটে রাখা যে সে আঁ হযরত (সা.)-এর অনুবর্তিতা করছে কি না। তাঁর অনুবর্তিতার মাধ্যমেই মানুষ পুণ্যকর্ম করতে সক্ষম হবে, পবিত্র জিনিস এবং পবিত্র অভ্যাস অবলম্বন করতে পারবে এবং মন্দকর্ম থেকে বিরত থাকবে। এটিই তাকওয়ার প্রকৃত মর্যাদা যা আঁ হযরত (সা.)-এর পূর্ণ আনুগত্য ও অনুবর্তিতা ব্যতিরেকে অর্জন করা সম্ভব নয়। আঁ হযরত (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করার নাম হল সুন্নত এবং সেই পথ ত্যাগ করে ভিন্ন পথ অবলম্বন করা বিদাত।

সুন্নত এবং বিদাতের মধ্যে পার্থক্য।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সুন্নত এবং বিদাতের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

" বর্তমান যুগে মানুষ সুন্নত ও বিদাতের সম্পর্কে চরম বিভ্রান্তিতে রয়েছে। তারা এক ভয়ানক ধোঁকার মধ্যে রয়েছে। তারা সুন্নত ও বিদাতের মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ করতে অক্ষম। আঁ হযরত (সা.)-এর আদর্শ ত্যাগ করে নিজেদের ইচ্ছা মত অনেকগুলি পথ আবিষ্কার করে ফেলেছে যেগুলিকে তারা নিজেদের জীবনের জন্য পথ-প্রদর্শন মনে করে বসেছে। যদিও সেগুলি তাদেরকে বিপথগামী করে তুলবে। মানুষ যদি সুন্নত ও বিদাতের মধ্যে পার্থক্য করে এবং সুন্নতের পথে পা বাড়ায় তবে সে যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। কিন্তু যে পার্থক্য করে না এবং সুন্নতকে বিদাতের সঙ্গে মিলিয়ে দেয় তার পরিণাম কখনও শুভ হতে পারে না।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৬)

তিনি আরও বলেন: কয়েকটি প্রথা পুণ্যের স্থান দখল করে নিয়েছে। এই কারণে প্রথার অবসান করার অর্থ হল কোন কথা বা কাজ যদি আল্লাহ্ ও রসূলের বিরুদ্ধে হয় তবে মুসলমান হিসেবে সেটিকে প্রত্যাখ্যান করা এবং আমাদের যাবতীয় কথা ও কাজকে আল্লাহ্তা'লার অধীনে নিয়ে আসা আবশ্যক। আমরা জগতের পরওয়া কেন করব? যে কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁর রসূলের বিপক্ষে সেটিকে এড়িয়ে চলা এবং ত্যাগ করা উচিত। আল্লাহ্র সীমার মধ্যে থেকে এবং রসুলের ইচ্ছা অনুসারে সেগুলির উপর আমল করা উচিত, কেননা এরই নাম সুন্নতের পুনরুজ্জীবন।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৯)

ইসলাম দ্বারা সাধিত মহান বিপ্লব

আঁ হযরত (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে পৃথিবী শিরক ও পথ-ভ্রষ্টতার পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত ছিল। পৌত্তলিকতার পাশাপাশি হাজার হাজার প্রকারের প্রথার ফাঁসে আটকে পড়ে ছিল। কিন্তু হাজার হাজার দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সেই মহান মানবতার সেবকের উপর যিনি সমগ্র বিশ্বকে শিরক মুক্ত করেছেন। মানবতাকে সেই অভিশাপ থেকে মুক্ত করেছেন যা হাজার হাজার বছর ধরে প্রথা হিসেবে মানবতার গলায় আটকে পড়ে ছিল। তিনি এসে সমস্ত প্রকারের পাপকে মিটিয়ে দিয়ে মানুষকে পবিত্র করে এক-অদ্বিতীয় খোদার আগে নত মস্তক করেছেন। যারা মূর্তির সামনে নতজানু হয়ে পড়ে থাকত এবং তাদের উপর ভোগ চাপাত, তারাই এক খোদার উপাসনাকারীতে পরিণত হল এবং নিজেদের প্রত্যেকটি কাজে খোদার সন্তুষ্টির সন্ধানে থাকতে আরম্ভ করল। যারা অহর্নিশি মদ্যপান ও ব্যাভিচারে মত্ত থাকত এবং নিজেদের এই অপকর্মের দরুন গর্বিত হত, তারাই সমস্ত অপকর্ম থেকে এমনভাবে দূরে সরে যেতে লাগল যেভাবে মানুষ সাপ দেখে পালায়। এদের সম্পর্কেই এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এরা আঁ হযরত (সা.)-এর উপর ঈমান এনেছে। তারা মহানবী (সা.)-এর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করল এমনকি- নিজেদের প্রাণ, সম্পদ, সম্মান এবং সন্তান-সন্ততি সমস্ত কিছুই তাঁর চরণে অর্পণ করল। পরিণামে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে নিরন্তন কৃপা ও পুরস্কাররাজির অধিকারী করলেন, তাদেরকে জগতের অধিপতি বানিয়ে দিলেন।

মদ তাদের গলা সব সময় ভিজিয়ে রাখত, তারা ছিল জুয়াসক্ত। কিন্তু আঁ হযরত (সা.)-এর এক ডাকে মদের হাঁড়িগুলি এমনভাবে ভেঙ্গে ফেলা হল যে, ওলিতে গলিতে মদের নদী বয়ে যেতে থাকল। এরপর মুসলমানরা মদকে কখন স্পর্শ পর্যন্ত করে নি। যাবতীয় প্রকারের প্রথা, প্রবৃত্তির বাসনা এবং বন্ধু-বান্ধবদেরকে ত্যাগ করে তারা আঁ হযরত (সা.)-এর ভালবাসা এবং আনুগত্য স্বীকার করে নিল। যেরূপ হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

অনুবাদ: তারা তোমাকে অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করল এবং নিজেদের বন্ধু-বান্ধবদের থেকে পৃথক হয়ে গেল। এমনকি নিজেদের ভাইদের থেকেও দূরত্ব সৃষ্টি করে নিল। নিজেদের প্রবৃত্তির বাসনা ও আমিত্বকে বিসর্জন দিল। এবং যাবতীয় প্রকারের নশ্বর ধন-সম্পদের মোহ থেকে নিজেদের মুক্ত করল। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল নিদর্শন তারা প্রত্যক্ষ করল, তাদের প্রবৃত্তির বাসনাসমূহ মূর্তির মতই চূর্ণ-বিচূর্ণ হল।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে বলেন:

আল্লাহ্ নিশ্চয় তোমাদের প্রতি নাযেল করিয়াছেন এক স্মারক- এক রসূল, যে তোমাদের নিকট আল্লাহ্র সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে, যেন সে- যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে-তাহাদিগকে অন্ধকাররাশি হইতে বাহির করিয়া নূরের দিকে লইয়া আসে।

(আত-তালাক: ১১-১২)

ভিন্ন বাক্যে আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতে বলেছেন, আঁ হযরত (সা.) এর উপর ঈমান আনা এবং তাঁর নির্দেশিত পথে চলার পরিণামে মানুষ অন্ধকার থেকে বেরিয়ে ঈমানের জ্যোতিতে প্রবেশ করে।

কিসের এই অন্ধকার?

এই অন্ধকার হল শিরক, বিদাত এবং সামাজিক কুপ্রথার অন্ধকার যা মানুষের চারপাশে এক মায়াজাল তৈরী করে রেখেছে। আর এগুলি আঁ হযরত (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করলে শক্তিহীন হয়ে ছিন্ন হতে আরম্ভ করে। আমাদেরকে যদি সামাজিক কুপ্রথার অন্ধকার থেকে মুক্তি পেতে হয় তবে প্রত্যেকটি কাজে এবিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে যে, কাজটি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর রীতি ও সুন্নতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না।

(ক্রমশঃ....)

২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা বলেন, আমি মূলত দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে আগমণ করেছি। প্রথমতঃ মানুষ যেন তার সৃষ্টিকর্তাকে চেনে বা সনাক্ত করে এবং সঠিক অর্থে তাঁর ইবাদত করে। দ্বিতীয়তঃ মানুষ যেন পরস্পরের প্রতি সম্মান জানায় এবং পরস্পরের অধিকার প্রদান করে। যদি প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তবে এর জন্য নিজের অধিকার চাওয়ার থেকে অপরকে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের চেষ্টা করা জরুরী। যখন আমরা অপরকে তার অধিকার দিতে তৎপর হব একমাত্র তখনই প্রকৃত প্রেম-প্রীতির প্রসার করতে পারব।

আমরা হযরত আদম (আ.) থেকে হযরত মহম্মদ (সা.) পর্যন্ত আগমণকারী প্রত্যেক নবী বা ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাগণের উপর ঈমান রাখি এবং বিশ্বাস করি, প্রকারান্তে ইসলামের এই শিক্ষার ফলেই পরধর্ম সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পায়।

একজন প্রকৃত মুসলমানের কর্তব্য হল একদিকে যেমন সে প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীকে সম্মান জানাবে এবং তাদের সমস্ত নবীগণের উপর ঈমান আনবে, তেমনি এটিও স্মরণ রাখতে হবে কেউ খোদার শরিক করলে তাদের মূর্তিকেও গাল-মন্দ করবে না, কেননা এর ফলে নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে।

একজন আহমদী পাকিস্তান থেকে আসুক বা আফ্রিকার কোন দেশ থেকে অথবা অন্য কোন দেশ থেকে আসুক না কেন, জার্মান নাগরিকত্ব লাভের পর তার কর্তব্য হল নিজের এই নতুন দেশের প্রতি বিশ্বস্ত হওয়া। তার পুরনো দেশের নাগরিকত্ব আর অবশিষ্ট থাকল না। এখন সে একজন জার্মান নাগরিক।

হুযুর আানোয়ার (আই.)-এর ভাষণ এবং অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

রিপোট: আব্দুল মাজেদ তাহের, এডিশিনাল ওকীলুত তাবশীর, লন্ডন

অনুবাদক: মির্যা সফিউল আলাম

(অবশিষ্ট রিপোর্ট)

২০ এপ্রিল, ২০১৮

ন্যাশনাল মজলিসে আমলা, লাজনা ইমাউল্লাহ্ জার্মানী এবং জার্মানির লাজনা সদরদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর মিটিং

প্রোগ্রাম অনুসারে ন্যাশনাল মজলিসে আমলা লাজনা ইমাউল্লাহ্ জার্মানী এবং জার্মানির লাজনা সদরদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর মিটিং নির্ধারিত ছিল। স্পোর্টস হলে মিটিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল মজলিসে আমলার ২৫ জন সদস্যা এবং ২৬ জন সদর এবং ২৫৭ জন স্থানীয় মজলিসের সদর।

হুযুর আনোয়ার জেনারেল সেক্রেটারী কাছ থেকে মাসিক কর্মতৎপরতার রিপোর্ট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি উত্তর দেন যে, মজলিসের সংখ্যা হল ২৭১ এবং নিয়মিত রিপোর্ট প্রেরণকারী মজলিসের সংখ্যা হল ২৫৬। অর্থাৎ প্রায় গড়ে ৯৫ শতাংশ মজলিস নিয়মিত রিপোর্ট পাঠায়। হুযুরের প্রশ্নের উত্তরে সেক্রেটারী বলেন, দুটি এমন মজলিস আছে যারা দুই মাস থেকে কোন রিপোর্ট পাঠায় নি। হুযুর রিপোর্ট না পাঠানোর কারণ জানতে চান এবং নিয়মিত রিপোর্ট পাঠানোর নির্দেশ দেন। হুযুর বলেন ডাক, ফ্যাক্স কিম্বা ই-মেলের মাধমে পাঠিয়ে দিবেন। হুযুর বলেন, কাজ দ্রুত হওয়া উচিত এবং রিপোর্ট পাওয়ার পর প্রাপ্তি স্বীকার দিয়ে ৭ দিনের মাধ্যমে রিপোর্ট সম্পর্কে মন্তব্য সদর লাজনার স্বাক্ষর সহকারে যথাশীঘ্র পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। সদর লাজনা বলেছেন পরের মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত রিপোর্ট পৌঁছে যায়। হুযুর আনোয়ার বলেন, যে সমস্ত সদর ১০ তারিখ পর্যন্ত রিপোর্ট পাঠাতে পারবে তারা হাত তুলুন।

হুযুর ন্যাশনাল তালীম সেক্রেটারী সাহেবাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, বছরে কতবার পরীক্ষা নেওয়া হয়। তিনি উত্তর দেন, ত্রৈমাসিক পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৫ শতাংশ হয়ে থাকে। তিনি হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর কাছে নির্দেশনা চান যে কিভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীনীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। হুযুর বলেন, কিছু মহিলার সাংসারিক কাজ থাকে কারো ছোট বাচ্চা থাকে। তাই বছরে একটি পরীক্ষাতেও তাদের অংশ গ্রহণ করা উচিত।

হুযুর আনোয়ার সেক্রেটারী তবলীগকে বয়াতের টার্গেট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন সেক্রেটারী মহাশয়া উত্তর দেন, আমাদের কোন বিশেষ টার্গেট দেওয়া হয় নি। হুযুর আনোয়ার বলেন, যুক্তরাজ্যের বাৎসরিক জলসা পর্যন্ত আপনাদের জন্য ১০০ টি বয়াতের টার্গেট থাকল এবং এর জন্য জুলাই পর্যন্ত ৩ মাস সময় আছে। আপনাদের কাছে ১৮০০ দায়িয়াতে ইলাল্লাহ্‌র রয়েছে। ১০০ বয়াতের টার্গেট যদি আপনারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেন তবে প্রতি ১৮ জন দায়িয়াতে ইলাল্লাহ্ জন্য একটি করে বআতের টার্গেট থাকবে। খাতমে নবুয়তের ব্যাখা, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর সত্যতার প্রমাণ, চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের নিদর্শন, খিলাফতের গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয় সম্বলিত পামফ্লেট প্রকাশ করুন, যেখানে দু-একটি বাক্যে মৌলিক বিষয়ে জ্ঞান লাভ হয় এবং তবলীগের জন্য সদস্যরা লাভবান হতে পারেন।

হুযুরের প্রশ্নের উত্তরে সেক্রেটারী ইশা'ত বলেন: ত্রৈমাসিক পত্রিা 'খাদিজা', নাসেরাতদের পত্রিকা 'গুলদাস্তা' এবং আল-ফযল ইন্টারন্যাশনারে খাদীজার ৪ পৃষ্ঠা সংবলিত সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। হুযুর বলেন, আপনাদের সদস্য সংখ্যা ১৩ হাজার ৫০০। আমি জানতে চাই যে, এদের মধ্যে কত জন উর্দু পড়েন এবং কতজন জার্মান পড়েন। অনুরূপভাবে উর্দু, ইংরেজি এবং জার্মানি কতদূর লিখতে পড়তে পারে। হুযুর এই বিষয়টিকে রিপোর্ট ফর্মের মধ্যে যুক্ত করার এবং তথ্যা সংগ্রহ করার নির্দেশ দিলেন।

হুযুর আনোয়ার ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবীয়তকে পর্দার মান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, এবং উপস্থিত সমস্ত লাজনা সদস্যদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তারা কি বেশ-ভুষাতেই বাইরে যান যেভাবে আপনারা এখন আমার সামনে বসে আছেন। লাজনারা সমস্বরে এর সমর্থন করেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, চুল উন্মুক্ত রাখার অভিযোগ এসে থাকে। আমলাদের মজলিসে মাথা ঢেকে রাখা, চুল ঢেকে রাখা, লম্বা কোট পরিধান করা-এগুলি ন্যুনতম লজ্জাশীলতার মাপকাঠি। লজ্জাশীলতা ঈমানের অংশ। প্রকৃত লজ্জাশীলতা হল, চুল ঢেকে রাখা এবং ঢিলেঢালা পোশাক পরা। অনেক জামাতে নতুন আহমদীরা অভিযোগ করেন যে, লজ্জাশীলতা বা পর্দার মান উন্নত পর্যায়ের নয়। দেখুন এই জার্মান মহিলা সামনে বসে আছেন যিনি নিজের মাথা ভাল ভাবে ঢেকে রেখেছেন। এমন সদস্যা যাদেরকে সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত করা হয় তাদের নিজেদের তরবীয়তের মান যদি উন্নত না হয় তবে তারা অপরকে কি শিক্ষা দিবেন? তাই নিজের পছন্দ মত আমলা বানাবেন না, বরং এদিকে দৃষ্টি দিন যে, সে সংশ্লিষ্ট বিভাগের চাহিদা পুরণ করতে পারবে কি না। যদি সেক্রেটারী তালিম হয় তবে তার ধর্মীয় জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয় এবং তবলীগ সেক্রেটারীর যেন তবলীগের বিষয়ে আগ্রহ থাকে। অনুরূপভাবে যিয়াফত সেক্রেটারীর মধ্যে আতিথেয়তার গুণ থাকা উচিত।

হুযুর আনোয়ার ন্যাশন্যাল তরবীয়ত সেক্রেটারীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তরবীয়তী সেমিনারের ফলে কতটুকু লাভ হয়েছে। আপনি কি জনমত সংগ্রহ করেছেন? হুযুর আনোয়ার সদরদেরকেও এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন, যার উত্তরে একজন রিজিওনাল সদর সেমিনার সম্পর্কে ইতিবাচক মত ব্যক্ত করেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

(এরপর সন্ধ্যা ৬টা ২৭ মিনিটে হুযুর আনোয়ার (আই.) ভাষণ প্রদান করেন।)

তাশাহুদ, তাঊয এবং তাসমিয়া পাঠের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: সম্মানীয় অতিথিবর্গ! আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহু। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদান করুন। আমি দেখতে পাচ্ছি স্থানীয় মানুষদেরও একটি বড় সংখ্যা এই সমাবেশে উপস্থিত হয়েছেন। আপনাদের উপস্থিতি একথার প্রমাণ যে, আপনারা উদারমনা এবং এমন উদারমনা মানুষদের জন্য যত শান্তি ও ভালবাসার উপহারই দেওয়া হোক তা যথেষ্ট নয়। বস্তুতঃ আমরা যদি উদারমনা হই, পরস্পরের আবেগ-অনুভুতিকে বুঝতে সক্ষম হই এবং পরস্পরের সুখ-দুঃখের কথা শুনি তবেই সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা সৃষ্টি হবে।

এই কারণেই আমি সর্ব প্রথম যেখানে আপনাদেরকে নিরাপত্তার উপহার দিয়েছি এবং আপনাদেরকে এই জন্যও সাধুবাদও জানাই যে, আপনাদের মধ্যে অন্যদের কথা শোনার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই কারণেই আপনারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন এবং এর থেকে স্পষ্ট যে আপনারা ইসলামের বিষয়ে কিছু শুনতে ও বুঝতে আগ্রহী। কেননা এটি বিশুদ্ধভাবে এমন একটি অনুষ্ঠান মুসলিমদের একধরণের ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলতে পারেন। এই কারণে যে, এখানে আমরা নিজেদের উপাসনাগারের গোড়া পত্তন করছি। এখানে আপনাদের আগমণ কোন জাগতিক

উদ্দেশ্যে হতে পারে না। নিশ্চয় আপনাদের মনে এখানে আসার জন্য আগ্রহ জন্মেছিল এ কারণে যে দীর্ঘদিন থেকে আমাদের সঙ্গে পরিচিত, আমাদের সঙ্গে আপনাদের সুসম্পর্কও রয়েছে, এখানে জামাতের সক্রিয়তাও রয়েছে-এসব কিছু তো আমরা দেখেছি এবং বুঝেছি, কিন্তু মসজিদের শিলান্যাস অনুষ্ঠান গিয়ে দেখা উচিত যে, এরা কিভাবে নিজেদের অনুষ্ঠান করছে এবং কি ধরণের কথাবার্তা হয়ে থাকে। তাই এই দৃষ্টিকোণ থেকে আপনারা সত্যিই প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য।

দ্বিতীয়ত এখানকার স্থানীয় আহমদীদের প্রতিও আমি প্রীত হয়েছি যে, তারা এখানকার মানুষদের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরী করেছে। আর আহমদীদের সঙ্গে এই সুসম্পর্ক তাদের আপনাদের সঙ্গে সমন্বিত হওয়ার সুবাদেই আপনার তাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে এখানে উপস্থিত হয়ে আমাদের এই অনুষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি করছেন।

যতটুকু জামাতে আহমদীয়া মুসলেমার সম্পর্ক, আমরা যেখানেই যাই ভালবাসা ও শান্তির বাণী শুনিয়ে থাকি আর এটি ইসলামের শিক্ষা। আমীর সাহেব বলেছেন যে, এখানে আমরা মানব সেবামূলক কাজ 'ওল্ড পিপল হাউস' বা অন্যান্য বিভিন্ন ধরণের সেবামূলক কাজের মাধ্যমে সম্পাদন করে থাকি। মানব সেবার কাজ প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য হল তার ভাইয়ের উপকারে আসা। ধর্ম নির্বিশেষে মানুষ হিসেবে আমাদের প্রত্যেককে বুঝতে হবে। আমাদের একে অপরের উপকারে আসতে হবে আর এটি খুবই জরুরী বিষয়। যদি এটি না থাকে তবে ইবাদত বা উপাসনা কোনও কাজে আসবে না।

এই কারণেই আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন যে, এমন মানুষ যারা মসজিদে আসে বা নামায পড়ে, এবং এরপরও মানুষকে দুঃখ ও যাতনা দেয়, তাদের কোনও উপকারে আসে না, অনাথদের বিষয়ে খোঁজ-খবর রাখে না, বয়স্কদের সেবা -শুশ্রুষা করে না, অভাবীদের সাহায্য করে না অথবা বিভিন্ন ধরণের সেবামূলক কাজ করে না এবং শান্তি ও ভালবাসার শিক্ষার প্রসার করে না, তবে তাদের নামায গৃহীত হয় না, এমনকি সেই নামায তাদের জন্য পাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অতএব কুরআন করীম এতদূর পর্যন্ত শিক্ষা প্রদান করেছে যে, তোমরা মানব সেবার কাজ করবে। এই কারণেই আমরা আহমদীরা যারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা মেনে চলে, মানব সেবার কাজে পূর্ণ উদ্যম ও উদ্দীপনা সহকারে অংশগ্রহণ করে থাকি।

লর্ড মেয়র এখানে নিজের উপস্থাপিত বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখ করেছেন। যতদূর শিক্ষার প্রশ্ন, জামাত আহমদীয়া শিক্ষার প্রসারেও পৃথিবীর অভাব-পীড়িত দেশগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের চেষ্টা করছে। এর পূর্বে আমি বলে দিতে চাই যে, যেভাবে জামাত আহমদীয়া শিক্ষার প্রসার করছে, মেয়েদের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ উপস্থাপন করব। কেননা অনেক মহিলা এখানে বসে আছেন। আর জামাতে আহমদীয়ায় পুরুষদের তুলনায় মহিলারা উচ্চশিক্ষিত এবং তারা বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষার্জন করে থাকে। বিভিন্ন পেশায় পেশাদারী শিক্ষাও তারা অর্জন করেছে। এটি একারণে যে, একজন মহিলা যখন শিক্ষা লাভ করে তখন সেই শিক্ষা কেবল তার নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। প্রত্যেক পুরুষ ও মহিলা যখন শিক্ষা অর্জন করে তখন অবশ্যই সেই শিক্ষা অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। শিক্ষা লাভ করে তারা কোন না কোনভাবে দেশ ও জাতির সেবা করে থাকে। কিন্তু একজন মহিলা শিক্ষা লাভ করার পর এদিক থেকে পুরুষদের চেয়ে এগিয়ে থাকে যে, তারা শিশুদের লালন-পালনকারিনীও বটে। এই কারণেই ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সা.) বলেছেন যে, জান্নাত মহিলাদের পায়ের নীচে। জান্নাত মহিলাদের পায়ের নীচে এই কারণে যে, একজন মহিলা তার শিশুকে সুশিক্ষা দান করে একজন যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে এবং তাকে দেশ ও জাতির সম্পদে পরিণত করে। এবং এইভাবে সে নিজের সন্তানকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। ইসলামে জান্নাতের যে অবধারণা রয়েছে সেটি হল এই যে, জান্নাত দুই প্রকারের। একটি হল ইহজাগতিক জান্নাত এবং অপরটি পরলৌকিক জান্নাত। এই জগতের জান্নাত সেখান থেকে শুরু হয় যখন একজন মানুষ পুণ্যকর্ম সম্পাদনকারী হয়, উন্নত নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলীর প্রকাশক হয়, একদিকে সে যেমন আল্লাহ্‌র ইবাদত করে তেমনি অপর ভাই অন্যান্য মানুষকেও ভালবাসে এবং শান্তির প্রসারকারী হয়। নিঃসন্দেহে সেই ব্যক্তি যে শন্তি ও সম্প্রীতির প্রসার করে সে একদিকে যেমন নিজেকে রক্ষা করে, অর্থাৎ সে যেন জান্নাতে অবস্থান করছে। তেমনি অপরদিকে সে অন্যদের জন্য এই পৃথিবীতে জান্নাত লাভের মাধ্যম হয়ে ওঠে।

একদিকে আমরা লক্ষ্য করছি সন্ত্রাসীরা সন্ত্রাস করে চলেছে। কোথাও নীরিহ মানুষদেরকে ক্লাবে গিয়ে গুলি করে হত্যা করছে, আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে হত্যা করছে , কোথাও বা বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে। মুসলমান দেশগুলিতেও আমরা লক্ষ্য করি যে, নিজেদের দেশের মুসলমানদেরকেই তারা হত্যা করছে। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে হত্যালীলা চালিয়ে যাছে। আল্লাহ্ যে পৃথিবীকে জান্নাত সম করেছিলেন মানুষ আজ সেটিকে জাহান্নামে পরিণত করেছে। তাই তারা কখনই কোন প্রকার প্রশংসার যোগ্য হতে পারে না। অপরদিকে ভাল মুসলমানরা রয়েছে, ভাল মানুষ রয়েছে, তারা খৃষ্টান, ইহুদী বা অন্য যে কোন ধর্মেরই হোক না কেন, তারা সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি তৈরী করতে চান। অর্থাৎ তারা যেন এই পৃথিবীকে জান্নাত করে তুলেছেন আর যারা মানুষের সেবা করে এই পৃথিবীকেও জান্নাত বানিয়ে দেয়। যেরূপ আমি উল্লেখ করেছি, আল্লাহ্ তা'লা বলেন তাদের ইবাদত গ্রহণ করেন এবং এই ইবাদতের কারণেই তারা পরজগতে জান্নাতের অধিকারী হয়। মানুষের সেবা না করে এই ইবাদত সম্ভব নয়।

সেই সকল ইবাদত নিরর্থক যেখানে অপরের জন্য হৃদয়ে সহানুভুতি, সমবেদনা ও ভালবাসা নেই। অতএব এই পৃথিবীতে জান্নাত সৃষ্টিকারী তারাই যারা শান্তি ও ভালবাসার প্রসার করে এবং পরকালেও তারাই জান্নাত লাভকারী যারা শান্তি ও ভালবাসার প্রসারকারী।

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা বলেন, আমি মূলত দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে আগমণ করেছি। প্রথমতঃ মানুষ যেন তার সৃষ্টিকর্তাকে চেনে বা সনাক্ত করে এবং সঠিক অর্থে তাঁর ইবাদত করে। দ্বিতীয়তঃ মানুষ যেন পরস্পরের প্রতি সম্মান জানায় এবং পরস্পরের অধিকার প্রদান করে।

একবার আমাকে কেউ প্রশ্ন করে যে, পৃথিবীতে কিভাবে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আমি তাকে উত্তর দিয়েছিলাম যে, যদি প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তবে এর জন্য নিজের অধিকার চাওয়ার থেকে অপরকে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের চেষ্টা করা জরুরী। যখন আমরা অপরকে তার অধিকার দিতে তৎপর হব একমাত্র তখনই প্রকৃত প্রেম-প্রীতির প্রসার করতে পারব। অতএব ইবাদত সম্পর্কে এবং মানবতার সেবা সম্পর্কে জামাত আহমদীয়া মুসলেমার এটিই অবধারণা।

এখানে এম.পি মহাশয়া এসেছিলেন। তিনিও সহিষ্ণুতা প্রসঙ্গে বলেছেন। নিঃসন্দেহে সহিষ্ণুতা এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, সহিষ্ণুতার দরুনই আমরা পরস্পরের প্রতি যত্নবান হতে পারব এবং একত্রে মিলেমিশে থাকতে পারব। পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্ম আছে। মুসলিম, খৃষ্টান, ইহুদী প্রভৃতি ধর্ম রয়েছে। আমরা যারা প্রকৃত মুসলমান তারা এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, সমস্ত ধর্মই খোদার পক্ষ থেকে এসেছে এবং আমরা এও বিশ্বাস করি যে, প্রত্যেক ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং অবতারগণ সত্য ছিলেন। আমরা হযরত আদম (আ.) থেকে হযরত মহম্মদ (সা.) পর্যন্ত আগমণকারী প্রত্যেক নবী বা ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাগণের উপর ঈমান রাখি এবং বিশ্বাস করি, প্রকারান্তে ইসলামের এই শিক্ষার ফলেই পরধর্ম সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পায়। কোন প্রকৃত মুসলমান একথা বলতে পারে না যে, অমুক ধর্মের অনুসারীদেরকে মানি না। বা সেই ধর্মের প্রবর্তক মিথ্যাবাদী বা তার সম্পর্কে অন্যায় অপবাদ দিতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে বলেছেন, তোমরা পৌত্তলিকদের গাল-মন্দ করো না। কেননা এর প্রতিক্রিয়ায় তারাও তোমাদের খোদাকে গাল-মন্দ করতে পারে ফলে তোমাদের অন্তরে বিদ্বেষ তৈরী হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। অন্তরে বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়ার পর বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়ে থাকে। পরস্পরের বিরুদ্ধে কার্যকলাপ এবং ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করা হয় এবং এই প্রকারে ভালবাসার প্রসারের পরিবর্তে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। এই জন্য একজন প্রকৃত মুসলমানের কর্তব্য হল একদিকে যেমন সে প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীকে সম্মান জানাবে এবং তাদের সমস্ত নবীগণের উপর ঈমান আনবে, তেমনি এটিও স্মরণ রাখতে হবে কেউ খোদার শরিক করলে তাদের মূর্তিকেও গাল-মন্দ করবে না, কেননা এর ফলে নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে। অতএব ইসলাম এই পর্যায়ে ভালবাসা ও শান্তির প্রসার করার শিক্ষা দেয়। ধর্ম ও ঐতিহ্য ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। আল্লাহ তা'লা কুরআন মজীদে বলেছেন ধর্মের বিষয়ে কোন বলপ্রয়োগ নেই যদিও আমরা বিশ্বাস করি যে, ইসলামে শেষ এবং সমস্ত ধর্মের সর্বোত্তম শিক্ষাগুলি এর মধ্যে পাওয়া যায়। এক জন প্রকৃত মুসলমান এগুলিকে মেনে চলে।

আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে যেভাবে স্পষ্টরূপে বলেছেন যে, সমস্ত রসূলগণের উপর ঈমান আন। অতএব আমরা যদি এই সমস্ত কথার ঈমান রাখি তবে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ও ঐতিহ্য কখনও আমাদের মধ্যে কোন প্রকার ঘৃণা সৃষ্টি করতে পারবে না। মানুষ বলে থাকে যে, ইসলাম বড়ই উগ্রতা প্রিয় ও সন্ত্রাসের ধর্ম। এটি যর্থাথ ইসলামী শিক্ষা নয়। যারা এই ধরণের অপকর্ম করছে, তারা ইসলামকে কখনো বোঝে নি আর না কখনো এর উপর আমল করেছে। গত বছরের ঘটনা- একজন ফরাসি সাংবাদিক দাঈশদের এলাকায় গিয়ে সেখানে দাঈশের কয়েকজন সদস্যদেরকে জিজ্ঞাসা করে যে, তোমরা যে এই অন্যায়-অত্যাচার করছ এটা কি কুরআনের শিক্ষা? তাদের অধিকাংশই উত্তর দেয় যে আমরা কখনো কুরআন পড়িনি আর এর শিক্ষা সম্পর্কেও অবগত নই। আমরা কেবল এতটুকুই জানি যে, আমাদের নেতা যে আদেশ করবেন আমরা তাই পালন করব। আর শিরোচ্ছেদ করা, হত্যা করা বা নিরীহ মানুষদের হত্যা করা ইসলামের শিক্ষা নয়, তারা এই কর্মের জন্য নিজেরাই দায়ী যা তার নেতাদের নির্দেশে করে থাকে।

অতএব ইসলাম এই ধরণের শিক্ষা দিতে পারে না। দীর্ঘকাল উৎপীড়ন ও নির্যাতন সহন করার পর ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সা.) মক্কা

থেকে দেশান্তরিত হয়ে মদিনা চলে আসতে বাধ্য হন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, কাফেররা মহানবী (সা.)-এর উপর আক্রমণ করলে আল্লাহ্ তা'লা যে যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে কুরআন করীমে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, যদি সেই সব অত্যাচারীদের হাত প্রতিহত না করা হয় তবে কোন গীর্জা, সীনাগগ, কোন মন্দির বা মসজিদ অবিশষ্ট থাকবে না যেখানে খোদার নাম নেওয়া হবে এবং মানুষ একত্রিত হয়ে খোদার ইবাদত করবে। ইসলাম এই অবধারণাই উপস্থাপন করে থাকে। ইসলাম অন্যান্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা এবং মিলেমিশে থাকার শিক্ষা দেয়। এই কারণে যেখানেই আমাদের মসজিদ আছে আমরা সেখানে পূর্বাপেক্ষা বেশি ইসলামের সঠিক শিক্ষার প্রসার করতে সক্ষম হচ্ছি। আমি প্রায়শঃই বলে থাকি যে, কুরআন করীমের আয়াত অনুসারে ধর্মের শত্রুদের হাত যদি প্রতিহত না করা হয় তবে ধর্মের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এই আয়াত আমাদেরকে এই বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে যে, প্রত্যেক আহমদী একদিকে যেমন মসজিদের সুরক্ষা করবে, তেমনি সে সিনোগগ এবং অন্যান্য ধর্মের উপাসনাগারের নিরপত্তাও সুনিশ্চিত করবে। অতএব এই অপূর্ব সুন্দর শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা মসজিদ নির্মাণ করি, কেননা মসজিদ তৈরী হওয়ার পর এর নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্নতার এবং আশপাশের পরিবেশকে পবিত্র রাখার দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তায়। অনুরূপভাবে নিজেদের পরিবেশে যদি অন্য কোন ধর্মের উপাসনাগার থাকে তবে তার নিরাপত্তার বিধান করা এবং তার পরিবেশকে পবিত্র রাখার চেষ্টা করাও আমাদের কর্তব্য।

ন্যাশন্যাল এসেম্বলীর মেম্বার এখানে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সে সম্পর্কে বলতে চাই যে, প্রত্যেক বক্তা এখানে বলেছেন যে আহমদীরা এই সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। তারা সমাজের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে গেছে। এটি খুব ভাল কথা। অতএব এই বৈশিষ্ট্য আহমদীদেরকে অর্জন করতে হবে। যদি এই বৈশিষ্ট্য না থাকে তবে এর অর্থ হল সেই আহমদী ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে মেনে চলছে না। একজন আহমদী পাকিস্তান থেকে আসুক বা আফ্রিকার কোন দেশ থেকে অথবা অন্য কোন দেশ থেকে আসুক না কেন, জার্মান নাগরিকত্ব লাভের পর তার কর্তব্য হল নিজের এই নতুন দেশের প্রতি বিশ্বস্ত হওয়া। তার পুরনো দেশের নাগরিকত্ব আর অবশিষ্ট থাকল না। এখন সে একজন জার্মান নাগরিক। এখানে বসবাসকারী পাকিস্তানি আহমদী যারা পাকিস্তান থেকে হিজরত (দেশান্তরিত হয়ে) করে এসেছেন এখন তারা জার্মান নাগরিক। আর তাদের উপর কর্তব্য এজন্য বর্তায় যে, ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সা.) বলেছেন যে, দেশের প্রতি ভালবাসা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অতএব আমাদের ঈমানেরও দাবি হল যে দেশে আহমদীরা বাস করে সেই দেশকে তাদের ভালবাসতে হবে এবং দেশের উন্নতির জন্য কাজ করতে হবে। এবং সেখানকার মানুষকে ভালবাসা ও শান্তির বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। অতএব এই বিষয়গুলির উপর যদি অনুশীলন করা হয় তবে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে কারোর মনে কোন শঙ্কা বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকা সম্ভব নয়। আমরা আহমদীরা এই শিক্ষাকে নিজেরা সঠিকভাবে মেনে চলার পাশাপাশি পৃথিবীবাসীকেও এ বিষয়ে অবগত করার চেষ্টা করি এবং তাদেরকে বোঝায় যে, এটিই সেই প্রকৃত শিক্ষা এবং মানুষ আমাদের পক্ষ থেকে কেবল ভালবাসা ও সহিষ্ণুতার শিক্ষাই পাবে। মসজিদ তৈরী হয়ে যাওয়ার পর আপনারা দেখবেন যে, এখানে বসবাসকারী আহমদীরা পূর্বাপেক্ষা বেশি এখানকার মানুষের অধিকার প্রদানের প্রতি যত্নবান থাকবে। ইনশাল্লাহ্। কেননা, ইসলামের প্রবর্তক মহানবী (সা.) একথাও বলেছেন যে, কুরআন করীমে একথার উল্লেখ রয়েছে যে, তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিবেশীর অধিকার রয়েছে আর প্রতিবেশী হল তোমাদের বাড়ির প্রতিবেশীর প্রতিবেশী, তোমাদের সহকর্মী এবং সফর সঙ্গীরাও তোমাদের প্রতিবেশী। মানুষ প্রত্যহ কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য কয়েক মাইল ট্রেনে, বাসে সফর করে,এর মধ্যে যত সফর সঙ্গী রয়েছে, তাদেরকে সে চিনুক বা না চিনুক, সকলেই তার প্রতিবেশীর অন্তর্ভুক্ত। ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে প্রতিবেশীদের অধিকার সম্পর্কে এত বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, আমার ধারণা হয় যে, প্রতিবেশীরা হয়তো উত্তরাধিকারও লাভ করবে। অতএব ইসলামে প্রতিবেশীদের সম্পর্কে এতটাই গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবেশীদের অধিকার প্রদান করা আমাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে আর এই কর্তব্য অবশ্যই পালনীয়। আমি আশা করি ইনশাল্লাহ্ মসজিদ তৈরী হয়ে যাওয়ার পর এই মসজিদের প্রতিবেশীরাও এবং এখানে আগমণকারী ইবাদতকারীদের প্রতিবেশীরা পূর্বাপেক্ষা অধিক শান্তি ও ভালবাসা লাভ করবে। এবং আমরা প্রত্যেকটি বিষয়ে কেবল মৌখিক ভালবাসার দাবিই করব না বরং বাস্তবিকই আপনাদের সঙ্গে এই ভালবাসার প্রসারের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করব। অন্যথায় কোন ধর্ম বা ধর্মীয় শিক্ষার কোন মূল্য নেই। ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করে যদি আমরা সন্ত্রাসী হয়ে যাই তবে সেই শিক্ষা কিসের উপকারে এল? যদি কোন ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উগ্রবাদ প্রদর্শন করি তবে ধর্ম অনর্থক বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃত ধর্ম সেটিই যা ভালবাসার প্রসার করে এবং এটিই ইসলামের শিক্ষা। আমি আশা করি মসজিদ নির্মাণের পর আপনারা পূর্বাপেক্ষা অধিক আহমদীদের পক্ষ থেকে প্রেম, প্রীতি, সহানুভুতি এবং ভ্রাতৃত্ববোধের জয়ধ্বনি শুনবেন। ইনশা আল্লাহ॥ ধন্যবাদ।

অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

আজ মসজিদের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী অতিথিরা নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ অতিথিদের মনে গভীর ছাপ ফেলে।

একজন অতিথি হলেন মিসেস এফ. এডিথ, তিনি বলেন: প্রতিবেশীদের অধিকার প্রসঙ্গে খলীফার বার্তা আমাকে প্রভাবিত করেছে। একজন খৃষ্টান হিসেবে আমার বাসনা হল খৃষ্টধর্মও যেন এই শিক্ষা মেনে চলে।

আরেক অতিথি মি. মার্টিন বলেন: খলীফা মহিলাদের যে মর্যাদা তুলে ধরেছেন তা অপূর্ব সুন্দর এক ধর্মীয় শিক্ষার অংশ বিশেষ। আমি মনে করি, অন্যান্য মুসলিম কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে মহিলাদেরকে দমিয়ে রাখা হয়েছে এবং সম্পূর্ণভাবে নিজেদের স্বামীর অধীনস্ত করে রাখা হয়েছে। কিন্তু আপনাদের এখানে নারী ও পুরুষের মর্যাদা ও অধিকারের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা হয়েছে। এই বিষয়টি আমার পছন্দের।

মিসেস ডব্লিউ বারবারা নামে একজন অতিথিনী বলেন, অনুষ্ঠানটি আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে। শিলান্যাসের জন্য স্বয়ং খলীফার উপস্থিতি অত্যন্ত সম্মানের বিষয়। কেবল এতটুকুই নয়, খলীফা যেভাবে মানুষকে সম্মান প্রদর্শন করেন তার পরিসর ব্যপক ও বিস্তৃত। খলীফা জামাতের অন্যান্য সদস্য, মহিলা এবং ছোটদেরকেও ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের সম্মান দিয়েছেন। একাত্মতার এই পরিবেশ আমার হৃদয়ের গভীরে প্রভাব ফেলেছে।

মিসেস জুলিয়া নামে এক ভদ্রমহিলা বলেন, অত্যন্ত সুষ্ঠ ও সুচারুভাবে অনুষ্ঠিত এই সমারোহে খলীফার ভাষণের একটি বিশেষ অংশটি আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তিনি বলেছেন, যদি বান্দার অধিকার প্রদান না করা হয় তবে খোদার ইবাদতের সার্থকতা কি? এখানে আসার পূর্বে আমার ধারণা ছিল, ইসলাম কট্টরপন্থা ও উগ্রবাদের শিক্ষা দেয়। কিন্তু আজকের এই অনুষ্ঠান ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক চিন্তাধারাগুলি থেকে আমার মনকে পবিত্র করে দিয়েছে এবং আমি ইসলামের শান্তি ও ভালবাসার শিক্ষা সম্পর্কে খুব ভালভাবে অবগত হয়েছি। আমি আনন্দিত যে, আপনার জামাত স্পষ্টভাবে নিজেদেরকে উগ্রবাদ এবং বিকৃত ইসলামি অবধারণা থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

মিসেস ডক্টর বার্ন যিনি পেশা একজন কৃষি অর্থনীতিবিদ, তিনি বলেন: খলীফার ভাষণে আমি খৃষ্টধর্ম দ্বারা উপস্থাপিত ভালসাবাসার প্রকৃত শিক্ষা প্রতিরূপ দেখেছি। তাঁর কথা ও বাণী সমগ্র বিশ্বে প্রসারিত হওয়া উচিত।

রওশেনবার্গ শহরের ভারপ্রাপ্ত মেয়র মি. ম্যানফ্রেড গুন্থার বলেন: অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে আমি আনন্দিত হয়েছি এবং খলীফার ভাষণ আমাকে যারপরনায় প্রভাবিত করেছে।

প্রফেসর ডক্টর বার্ন বলেন: খলীফার ভাষণে উপস্থাপিত দর্শনের সঙ্গে একমত। কেননা এটি আমাদের খৃষ্টবাদের নৈতিক মতবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি বলেন: আমার ইচ্ছা, বেসেন প্রদেশের মূখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে হুযুরের সাক্ষাত হোক।

রেড ক্রসের আইন সংক্রান্ত উপদেষ্টা হুযুর আনোয়ারের ভাষণের পর বলেন, খলীফাকে আমি একজন পিতা রূপে অনুভব করি।

মিসেস বারবারা বুস বলেন: খলীফার বাণী বর্তমানের অন্ধকরময় যুগে আকাশে একটি প্রদীপের ভূমিকা রাখে। খলীফা যখন মানবতা সম্পর্কে বলছিলেন, আমার চোখে অশ্রু নেমে আসে। এটি আমাদের জন্য বিরাট সম্মানের কারণ যে, এত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। ভদ্রমহিলা বলেন, হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে। সাক্ষাতের পর আমার গোটা শরীর ও মনের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। আমি নিজের আবেগ-অনুভুতি বর্ণনা করতে পারব না। তাঁর সত্তা পোপের মত নয়, বরং তার থেকে ভিন্ন যাঁর মধ্যে বিনয় রয়েছে।

মিসেস ক্লডিয়া নামে এক অতিথিনী বলেন: খলীফার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তাঁর ভাষণ উৎকৃষ্ট মানের ছিল। ভাষণে উল্লেখিত ইসলামের পরধর্ম সহিষ্ণুতার শিক্ষা আমাকে প্রভাবিত করেছে।

মি. মাইকেল প্লাটেন নামে এক অতিথি বলেন: আমি সেই নার্সারিতে কাজ করি যেটি এই স্থানটিকে সুসজ্জিত করেছে। আজ দুপুরে যখন আমি এখানে কাজের জন্য আসি তখন মনে হচ্ছিল যে, সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ সম্পূর্ণ হবে না এবং এই জায়গাটিকে শিলান্যাস অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত করতে আরও তিন সপ্তাহ প্রয়োজন। এই কারণে আমি এটি দেখে যারপরনায় আশ্চর্য হয়েছি যে,

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 2 Thursday, 31 Aug, 2017 Issue No. 35

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 300/- (Per Issue : Rs. 6/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

কাজ এত দ্রুত কিভাবে শেষ হল? কিন্তু আমি আনন্দিত যে, কাজ শেষ হয়ে গেছে। খলীফার ভাষণ উৎকৃষ্ট মানের ছিল যার মধ্যে একাধিক বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর ভাষণের এই অংশটি আমার পছন্দ হয়েছে যেখানে ইসলামের পরধর্ম সহিষ্ণুতার শিক্ষা বর্ণনা করা হয়েছে। আমি আর অন্য এমন কোন ধর্মকে জানি না যার শিক্ষা এমন। এদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজের ধর্ম পর্যন্তই সীমাবদ্ধ এবং অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করার কোন চেষ্টা হয় নি।

মারবার্গ শহরের এক সরকারি কর্মী বলেন: হুযুর আনোয়ার মানবতার সঙ্গে ভালবাসার শিক্ষাকে উজাগর করেছেন। একজন খৃষ্টান হিসেবে তার জন্য প্রতিবেশীর অধিকারের বিষয়টি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেকেই এই মূহুর্তের প্রতীক্ষায় ছিল যে, তারা যেন খলীফাকে এক পলকের জন্য দেখতে পায়।

একজন প্রবীণ অতিথি হুযুর আনোয়ারের আগমণের পূর্বে বলছিলেন: সাড়ে ৬টার সময় আমার এপোয়েন্টমেন্ট আছে, এই কারণে আমি খলীফার ভাষণ শুনতে পাব না। তার পাশে বসে থাকা বন্ধুরা বলছিলেন, হুযুর আনোয়ারের ভাষণ চলছিল। যখন সাড়ে ৬টা বাজল তখন সে আমাদের বলল খলীফার ভাষণ খুব সুন্দর এবং এটি আমাকে প্রভাবিত করেছে। এখন আমাকে যেতে হবে এই বলে সে নিজের হেডফোন বন্ধ করে রেখে দিল। আমার চিন্তা বেড়ে গেল, কেননা আমরা হুযুরের সামনের টেবিলেই বসে ছিলাম। এই বন্ধু যদি উঠে চলে যান তবে অভব্য আচরণ ঠেকবে। আল্লাহ্ জানে সে কি চিন্তা করে পুনরায় হেডফোন নিয়ে কানে গুঁজে নিল এবং হুযুরের পুরো ভাষণ শুনল। যাওয়ার সময় ধন্যবাদ জানিয়ে গেল এবং বলল, আজ পর্যন্ত এর থেকে উত্তম ধর্মীয় অনুষ্ঠান দেখিনি। খলীফার ভাষণ আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে।

ফিনল্যান্ডের এক ভদ্রমহিলা নিজের নয় বছরের ছেলেকে নিয়ে অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন: ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। আমার আন্তরিক ইচ্ছা খলীফাতুল মসীহ্‌র কথা তার কানেও পড়ুক এবং তাঁর দ্বারা উপস্থাপিত শিক্ষা থেকে কিছু গ্রহণ করুক এবং আপনাদের মত খোদার পুণ্যবান মানুষ হয়ে উঠুক। ভদ্রমহিলা বলেন: খলীফাতুল মসীহ যখন মঞ্চে আসেন, তখন আমার মনে হল যেন ইনি হয়তো কঠোর প্রকৃতির। কিন্তু তিনি অতি নম্র ও শান্ত স্বভাবের। আমি খলীফার ভাষণে প্রভাবিত হয়েছি। আমার নিকট এটিই প্রকৃত ইসলাম এবং অন্যান্য মুসলমানদেরকেও তাঁর অনুবর্তিতা করা উচিত। খলীফা পরধর্ম সহিষ্ণুতা এবং প্রতিবেশীদের অধিকাসমূহের যে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন তা আমাকে প্রভাবিত করেছে। তাঁর এই বার্তা ও শিক্ষা মোটেই মিথ্যা হতে পারে না। ভদ্রমহিলা বলেন, আমার ইচ্ছা আপনাদের জামাতের কোন ইমাম বা কোন ব্যক্তি আমার এই নয় বছরের ছেলেকে কুরআন পড়ানো শেখাক। আমি চাই সে কুরআন পড়ুক এবং একজন পুণ্যবান মানুষ হোক।

লর্ড মেয়র নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন: খলীফাতুল মসীহ একজন প্রজ্ঞাময় ব্যক্তিত্ব বলে মনে হয়। তাঁর ভাষণ অপূর্ব সুন্দর ছিল। তাঁর শান্তিপ্রিয় স্বভাব নিজের ভাষণের অনুরূপ ছিল। তিনি বলেন, দুঃখের বিষয় হল মুসলমানদের উপর এত বেশি অপবাদ আরোপ করা হয় যে, মুসলমানদেরকে নিজেদের সপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ দিতে হয়। অথচ পাশ্চাত্যের দেশের কোন ব্যক্তি বা কোন খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী মানুষ যদি কোন অন্যায় আচরণ করে, যেমন- নরওয়েতে একজন হত্যাকারী খৃষ্টবাদের নামে হত্যা করে, এমন ক্ষেত্রে কেউ বলে না যে এতে ধর্মের দোষ আছে।

কার্স্টিন নামে এক ভদ্রমহিলা যিনি একজন প্রাদেশিক সাংসদ, তিনি বলেন: খলীফাতুল মসীহকে অভ্যর্থনা জানানোর সুযোগ লাভ তার জন্য বড়ই সম্মানের বিষয়। খলীফাতুল মসীহ একজন বিচক্ষণ ও বিবেকবান মানুষ বলে মনে হয়। তাঁর শব্দ নির্বাচনের মধ্যে প্রজ্ঞা নিহিত আছে। তার মদ্যে একক প্রকার প্রশান্তি ও স্থির চিত্ততা বিরাজ করে। তিনি ঐক্যতানে বিশ্বাসী এবং একজন প্রবল প্রতাপশালী মানুষ বলে মনে হয়।

মারবার্গ ইউনিভার্সিটিতে সাহিত্য নিয়ে পাঠরত একজন শিক্ষার্থী মি. ফিলিপ বলেন: অনুষ্ঠানটি সফল হয়েছে। এখানে এসে ভাল লাগছে। খলীফাতুল মসীহ একজন অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন মনে হয় যিনি ঈমান ও বিশ্বাসের মূর্তমান প্রতীক।

তাঁকে দেখে মনে হয় তিনি অত্যন্ত গভীর চিন্তা-শক্তির অধিকারী। এবিষয়টি খুবই স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায় যে তিনি যা কিছু বলেন নিজেও মেনে চলেন। খলীফাতুল মসীহ্‌র কথাগুলিকে আইনের পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া উচিত।

সিমোন ইরলী নামে এক ভদ্রমহিলা বলেন: খলীফাতুল মসীহ্‌র ব্যক্তিত্বে এক বিশেষ ধরণের প্রতাপ রয়েছে। তিনি শান্তি, ভালবাসা এবং পরধর্ম সহিষ্ণুতা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, কাউকে ইসলাম সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত হতে হবে না। এই কথাটি আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে।

ম্যাক্রিমিলান নামে এক অতিথি বলেন: এই অনুষ্ঠানে আমি বাড়ির মত পরিবেশ পেয়েছি। খলীফাতুল মসীহ অতিশয় শান্তিপ্রিয় ও প্রশান্ত চিত্ত ব্যক্তি বলে মনে হয়। তিনি নিজের চিন্তাধারাকে সুন্দরভাবে তুলে ধরতে জানেন। তাঁর ভাষণের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল সকলে মিলে শান্তি ও সহিষ্ণুতা সহকারে বসবাস করা চেষ্টা করা হলে যাবতীয় সমস্যার সমাধান হবে, ইনশাআল্লাহ।

উইল্যান্ড স্টোয়েল নামে এক অতিথি বলেন: একটি বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ ছিল। অতিথিদেরকে অভ্যর্থনা জানানো পদ্ধতি আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। ভাষণের অনুবাদও উপস্থাপিত হচ্ছিল। খলীফাতুল মসীহ অসাধারণভাবে বিশেষ ব্যক্তি। শান্তি ও সহিষ্ণুতা প্রসঙ্গে খলীফার কথাগুলি আমার পছন্দ হয়েছে।

রুফম্যান নামে এক অতিথি বলেন: খলীফা একজন প্রতাপশালী মানুষ। প্রকৃত মুসলমান এবং অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্যগুলি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যারা ইসলামের নামে অপকর্ম করে বেড়ায়। আমাকে এই বিষয়টি ভাল লেগেছে।

মেটেযগার নামে এক ভদ্রমহিলা বলেন: আমন্ত্রণ পাওয়ার মহিলা হিসেবে তিনি যৎকিঞ্চিত সংকোচ বোধ করেন। কিন্তু এখানে এসে সেই বিষয়টি উল্টো প্রমাণিত হল এবং এখানে তিনি প্রশান্তি লাভ করেন। তিনি বলেন: তাদের শহরে কিছু তুর্কী সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করেন যারা নিজেদেরকে সমাজ থেকে পৃথক করে রাখেন। ভদ্রমহিলা বলেন, খলীফা সাহেব অত্যন্ত নম্র প্রকৃতির। শান্তি ও ঐক্য প্রসঙ্গে খলীফার বার্তা সমাজে উন্নতিতে সহায়ক হবে। মহিলারা শিলান্যাসের সময় ইঁট স্থাপন করেছেন, এটিও তার ভাল লেগেছে।

ম্যানফ্রেড উইটিগ নামে এক স্কুল শিক্ষক অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে এসেছিলেন, তিনি বলেন: আজকের অনুষ্ঠানের অতিথি আপ্যায়ন উৎকৃষ্ট মানের ছিল। খলীফা সাহেবের ব্যক্তিত্বে এক প্রকার প্রতাপ প্রকাশ পেয়ে থাকে। তাঁর প্রদত্ত ভাষণ অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব জ্ঞান সমৃদ্ধ ছিল এবং একজন খৃষ্টান হিসেবে সে যা কিছু শুনেছে সেগুলিকে সত্য বলে মেনে নিতে পারে। খলীফার এই বার্তা তার পছন্দ হয় যে, সমস্ত ধর্মই প্রেম ও ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা দিয়েছে।

মার্টিন জেনেম্যান নামে একজন অতিথি, যিনি পেশায় একজন হাইস্কুল শিক্ষক, তিনি বলেন, খলীফাতুল মসীহ্ অতি উচ্চ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী। খলীফার কাছ থেকে এক প্রকার দয়ার্দ্রতা এবং ভালবাসা প্রকাশ পাচ্ছিল এবং মনে হচ্ছিল যে কথাগুলি তিনি বলেন, সেগুলি তিনি নিজেও মেনে চলেন। খলীফার ধর্মীয় সহিষ্ণুতার শিক্ষাও তাঁর কাজের মধ্যে প্রকাশ পায়।

ফ্রান্ডিট নামে একজন অতিথি বলেন: অনুষ্ঠানের পরিবেশ তার বিশেষ পছন্দ হয়েছে। খলীফাতুল মসীহ একজন প্রশান্ত চিত্ত ও শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি বলে মনে হচ্ছিল।

একজন অতিথি বলেন, প্রতিবেশীদের সম্পর্কে যে শিক্ষা তিনি দিয়েছেন তা অত্যন্ত শক্তিশালী। খৃষ্টান হওয়া সত্বেও তিনি বলেন যে, আমাদের ধর্মেও এমন শিক্ষা থাকলে কতই না ভাল হত।

মার্টিন নামে একজন অতিথি বলেন, খলীফাতুল মসীহ যেভাবে মহিলাদের অধিকার সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন তা ঐ সমস্ত কৃষ্টি-সংস্কৃতি থেকে অতি উৎকৃষ্ট মানের ছিল যেখানে মহিলাদের সমস্ত অধিকার খর্ব করে রাখা হয়।

একজন মুসলিম অতিথি যিনি অনুষ্ঠানের সময় দ্বিতীয় সারিতে নীরব বসে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ শুনছিলেন, পরে তিনি হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে করমর্দন করার সৌভাগ্য লাভ করেন। সাক্ষাতের সময় হুযুরের বরকতময় সত্তায় এতটাই প্রভাবিত হন যে, তিনি নিজের আবেগের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পেরে অঝোরে কেঁদে ফেলেন। তিনি বলেন, আমার মত অপদার্থ ব্যক্তি এত মহান ব্যক্তির সঙ্গে করমর্দন করার সম্মান লাভ করছি। আমার আবেগ-অনুভুতি ব্যক্ত করার মত ভাষা নেই।

ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও প্রিন্ট মিডিয়ার কভরেজ

মসজিদ রাউন হায়েম এবং মসজিদ মারবার্গের শিলান্যাস অনুষ্ঠানের জার্মানীর ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া ব্যাপক হারে কভরেজ দেয়। একটি টিভি চ্যানেল এবং ২২টি সংবাদ-পত্রিকার মাধ্যমে মসজিদ রাইনহায়েম এবং মসজিদ মারবার্গের শিলান্যাস অনুষ্ঠানের ২৬ টি সংবাদ এক কোটি ৮৯ লক্ষ ৯০ হাজার ৭৮৯ জন মানুষের কাছে পৌঁছেছে।

(ক্রমশঃ.....)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir